আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত
এবং
কাদিয়ানের আর্যসমাজ

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.)

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত
এবং
কাদিয়ানের আর্যসমাজ

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.)

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত
এবং
কাদিয়ানের আর্যসমাজ

গ্রন্থস্বত্ব	ইসলাম ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশন্স লি., ইউ. কে.
প্রকাশনায়	আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১
মূল	হযরত মির্যা গোলাম আহমদ প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.)
ভাষান্তর	মরকযী বাংলা ডেস্ক-এর তত্ত্বাবধানে অনূদিত
প্রকাশকাল	সেপ্টেম্বর, ২০২৫
সংখ্যা	২০০০ কপি
মুদ্রণে	ইন্টারকন এসোসিয়েটস্ ৪৫/এ, নিউ আরামবাগ মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

AHMADIYYA MUSLIM JAMA'AT AND THE ARYAS OF QADIAN

(Qadian Ke Arya aur Hum)

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত এবং কাদিয়ানের আর্যসমাজ

by
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad[as]
The Promised Messiah and Imam Mahdi

1st Published in Bangladesh in September 2025

Translated into Bangla by
Markazi Bangla Desk

Published by
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
4 Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211, Bangladesh

© **Islam International Publications Ltd., U. K.**

ISBN: **978 984 991 054 1**

লেখক পরিচিতি

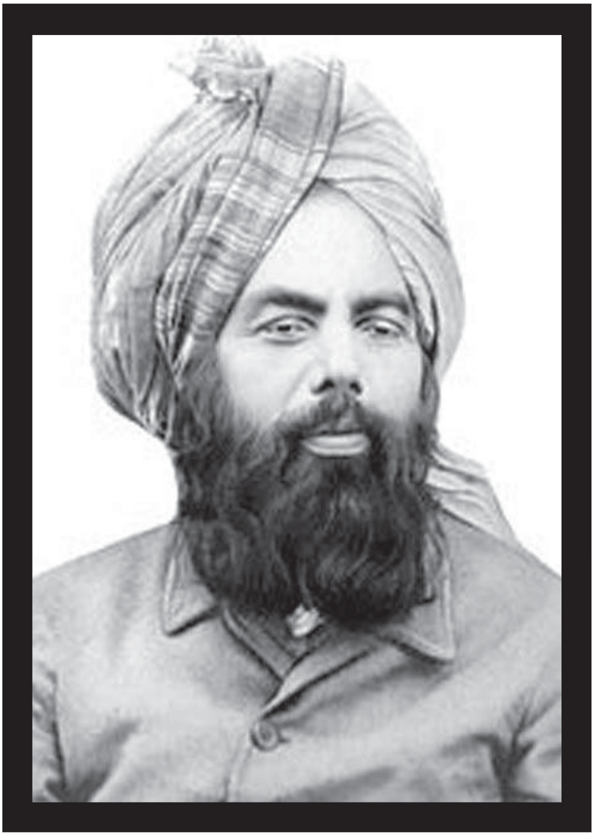

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) ১৮৩৫ সালে ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের কাদিয়ান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আজীবন পবিত্র কুরআন-এর গবেষণা ও মাহাত্ম্য অনুসন্ধান, দোয়া ও একান্ত ধর্মপরায়ণ জীবনযাপন করেন। চারদিক হতে ইসলামের বিরুদ্ধে নোংরা অপবাদ,

আক্রমণ, মুসলমানদের চরম অবনতি, নিজ ধর্মবিশ্বাসে সন্দেহ, সংশয় ও নামমাত্র ধর্ম পালন ইত্যাদি অবলোকন করে তিনি ইসলামের যথার্থ ও পরিপূর্ণ রূপ প্রকাশের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর বিশাল রচনাসমগ্র (প্রায় ৮৮টি পুস্তক), বক্তৃতা, আলোচনা, ধর্মীয় বিতর্ক (বাহাস) প্রভৃতিতে তিনি অকাট্য যুক্তি উপস্থাপন করে সাব্যস্ত করেন, ইসলামই একমাত্র জীবন্ত ধর্ম এবং একমাত্র এরই বিশ্বাসসমূহ ধারণ ও পালন করার মাধ্যমে মানবকুল তার পরম স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক ও যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ও ইসলাম ধর্মের বিধিবিধানই কেবল মানবজাতিকে নৈতিকতা, উন্নততর বুদ্ধিবৃত্তি এবং আধ্যাত্মিকতার স্বর্ণশিখরে পৌঁছাতে পারে। তিনি ঘোষণা করেন– কুরআন, বাইবেল ও হাদীসের ভবিষ্যদ্‌বাণী অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে মসীহ্ ও মাহদী হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। ঐশী আদেশে ১৮৮৯ সাল হতে তিনি তাঁর হাতে সকলকে একত্র হবার জন্য বয়আত গ্রহণ করা শুরু করেন যা এখন বিশ্বের ২২০-এর অধিক দেশে কোটি কোটি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে গেছে। ১৯০৮ সালে প্রতিশ্রুত হযরত মসীহ্ (আ.)-এর মৃত্যুর পর হযরত মওলানা হেকীম নুরুদ্দীন (রা.) খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) প্রথম খলীফা নির্বাচিত হয়ে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

১৯১৪ সালে খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর মৃত্যুর পর হযরত মসীহ্ মওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর প্রতিশ্রুত পুত্র হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) দ্বিতীয় খলীফা নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) প্রায় ৫২ বছর খলীফাতুল মসীহ্ হিসেবে তাঁর কার্যক্রম চালিয়ে যান। ১৯৬৫ সালে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বড়ো পুত্র ও ইমাম মাহ্‌দীর প্রতিশ্রুত পৌত্র হযরত মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.) খলীফা নির্বাচিত হন। প্রায় ১৭ বছর জামা'তের অভূতপূর্ব সেবা করার পর ১৯৮২ সালে তাঁর তিরোধান হয়। এরপর তাঁর ছোটো ভাই হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) খলীফা নির্বাচিত হন। ১৯ এপ্রিল ২০০৩ সালে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) জামা'তকে বিশ্বময় ব্যাপক পরিচিতি ও বর্তমানের শক্তিশালী অবস্থায় আনার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রদান করেন। হযরত মির্যা মসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.) নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পঞ্চম খলীফা, আধ্যাত্মিক পিতা ও প্রধান হিসেবে বর্তমানে নেতৃত্ব দান করে চলেছেন এবং তিনি প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর আধ্যাত্মিক আশিস লাভকারী এক সৌভাগ্যবান প্রপৌত্র।

ভূমিকা

"আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত এবং কাদিয়ানের আর্যসমাজ" একটি বিখ্যাত পুস্তক, যা ১৯০৭ সালে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ, প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী (আ.) কর্তৃক রচিত ও প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটির পটভূমি ১৯০৬ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত জলসা সালানা সময়কার এক ঘটনাকে কেন্দ্র করে। সে জলসায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) প্রায় দুই হাজার অতিথির উপস্থিতিতে যখন যোহরের নামাযে ইমামতি করছিলেন, তখন এক হিন্দু ব্যক্তি আকস্মিকভাবে উঠে দাঁড়িয়ে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ শুরু করেন। নামায শেষে, তাঁর অনুসারীদের মনে যেহেতু কষ্ট ছিল, তাই হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, "কাদিয়ানের হিন্দুরাই তাঁর ঐশী নিদর্শনসমূহের প্রথম সাক্ষী ছিল। বহু ভবিষ্যদ্‌বাণী ও অলৌকিক নিদর্শন তারা প্রত্যক্ষ করেছে, যেগুলোর মাঝে অনেকগুলোই হিন্দুধর্ম ও আর্যসমাজ সম্পর্কিত।"

এই পুস্তকে তিনি (আ.) লালা শরমপত ও লালা বিশম্ভর দাস নামক দুইজন আর্য-হিন্দু নেতার বক্তব্যের জবাব দেন। তারা দাবি করেছিল, তারা কোনো ঐশী নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে নি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাদের এই বক্তব্যকে মিথ্যা বলেন এবং প্রস্তাব দেন, তারা যদি সত্যিই নিশ্চিত হয় যে, এসব নিদর্শন মিথ্যা– তবে তারা যেন আল্লাহ্‌র নামে কসম করে বলে, তারা কিছুই প্রত্যক্ষ করে নি। আর যদি সত্য হয় তবে এক বছরের মধ্যে যেন তাঁর (হযরত মির্যা গোলাম আহমদ) বা তাঁর বংশের ওপর কোনো আযাব নেমে আসে। আর মিথ্যাবাদীদের ওপর আল্লাহ্‌র লা'নত বর্ষিত হোক– এ মর্মে দোয়া করুক। পরিণতি সবার জানা ছিল, কেউই এগিয়ে আসে নি। এ পুস্তকটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার প্রমাণও বহন করে।

পরিশেষে তিনি (আ.) বলেন,

"আমার এই পুস্তক প্রকাশের কোনো প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু কাদিয়ানে আর্যদের পক্ষ থেকে প্রকাশিত একটি নোংরা পত্রিকা, যাতে তারা সর্বদা অপমান ও কটুবাক্য প্রয়োগ করে আর ইসলামের প্রতি নিজেদের প্রকৃতিগত বিদ্বেষের কারণে শিষ্টাচার বিবর্জিত কথা বলে, একইসাথে আমাকে গালি দিয়ে লেখরামের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে কাজ করছে। তাদের পত্রিকা আমাকে বাধ্য করেছে যেন আমি তাদের মিথ্যা অপবাদগুলোকে

এই পুস্তকের মাধ্যমে খণ্ডন করি আর এটি প্রমাণ করি, তাদের ভ্রাতা কাদিয়াননিবাসী লালা শরমপত ও লালা মালাওয়ামাল প্রকৃতপক্ষে আমার বহু নিদর্শনের সাক্ষী। আর শুধু তারাই নয়, বরং পুরো কাদিয়ানের আর্য ও হিন্দুরা কতিপয় নিদর্শনের প্রত্যক্ষ সাক্ষী। এছাড়া কেবল কাদিয়ানেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং লেখরামের নিহত হবার ভবিষ্যদ্বাণী এমন এক মহান ভবিষ্যদ্বাণী যা পুরো পাঞ্জাব ও হিন্দুস্থানের হিন্দু ও আর্যসমাজিদের এই অসাধারণ নিদর্শনের সাক্ষী বানিয়ে দিয়েছে। এখন এসব ভবিষ্যদ্বাণীর কথা অস্বীকার করা আর্যদের পক্ষে সম্ভব নয় আর এ সম্পর্কে কলম ধরা কেবল নির্লজ্জতা হবে। তারা যদি এতেও বিরত না হয় তাহলে তাদের সকল পর্দা ফাঁস করে দেওয়া হবে। সত্যানুসারীদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।”

এ পুস্তিকার শেষাংশে পাঠক হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিখ্যাত নযম ‘শানে ইসলাম’-এর বঙ্গানুবাদ দেখতে পাবেন। বাংলা ভাষায় প্রথমবারের মতো এ পুস্তকটি প্রকাশিত হচ্ছে। আমাদের জামা’তের বেশ ক’জন ওয়াকেফে যিন্দেগী ভাই এ পুস্তকটি মরকযী বাংলা ডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনুবাদ করেছেন। এছাড়া যারা যেভাবে উক্ত পুস্তকটি প্রকাশের কাজে সহযোগিতা করেছেন তাদেরকে আল্লাহ্ তা’লা উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন, আমীন।

আব্দুল আউয়াল খান চৌ.

আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী

ন্যাশনাল আমীর

আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত, বাংলাদেশ

ঢাকা

১৯ জুলাই ২০২৫

অনুবাদকদের পক্ষে নিবেদন

মরকযী বাংলা ডেস্কের তত্ত্বাবধানে **'কাদিয়ান কে আরিয়া আওর হাম'** পুস্তিকাটি অনূদিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। হুযূর (আই.)-এর অনুমোদনক্রমে খাকসারের সাথে লন্ডন, ঢাকা এবং জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ছাড়াও বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে কর্মরত কর্মীদের একটি দল নিরলসভাবে অনুবাদের কাজ করে যাচ্ছে। তাদের সবার জন্য বিনীতভাবে দোয়ার অনুরোধ করছি। আমাদের সীমাবদ্ধতার কথা মাথায় রেখে বলছি– আমরা পাঠকদের সামনে যথাসাধ্য সহজবোধ্যরূপে মূল পুস্তকের অনুবাদ উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি। কোথাও যদি কোনো ত্রুটিবিচ্যুতি থেকে থাকে, তবে সেটি আমাদের অজ্ঞতা ও দুর্বলতার কারণে, আর যে-কোনো সৌন্দর্য ও প্রজ্ঞা নিঃসন্দেহে লেখকের সত্যতা ও আল্লাহ্‌র বিশেষ কৃপা থেকেই উৎসারিত।

আমরা বিনীতভাবে পাঠকদের নিকট দোয়ার আবেদন রাখছি– আল্লাহ্ তা'লা যেন এই ক্ষুদ্র প্রয়াসকে কবুল করেন, আমাদের ত্রুটি ক্ষমা করেন এবং এই পুস্তিকাটি সত্যের অনুসন্ধানীদের জন্য আলোকবর্তিকা হয়ে ওঠে। আল্লাহ্ তা'লা লেখক, অনুবাদক এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে তাঁর সন্তুষ্টির উত্তরাধিকারী করুন এবং আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করুন, আমীন। ন্যাশনাল আমীর সাহেব পুস্তিকাটি ছাপার ব্যবস্থা নিয়েছেন, তাই আমরা তাঁর প্রতি ও সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি কৃতজ্ঞ।

ওয়াসসালাম

ফিরোজ আলম
ইনচার্জ
মরকযী বাংলা ডেস্ক, ইউকে

অনুবাদ ও এর সম্পাদনায়

০১) মওলানা ফিরোজ আলম
০২) মওলানা আহমদ তারেক মুবাশ্বের
০৩) মওলানা মুহাম্মদ আক্রামুল ইসলাম
০৪) মওলানা শেখ মোস্তাফিজুর রহমান
০৫) মওলানা মোবারিজ আহমদ সানী
০৬) মওলানা মামুন-উর-রশীদ
০৭) মওলানা মাসুম আহমদ
০৮) মওলানা মোমেন হোসেন
০৯) মওলানা মোহাম্মদ সালাউদ্দীন
১০) মওলানা সৈয়দ মোজাফ্ফর আহমদ
১১) মওলানা নিয়ামুল হাসান পিয়াস
১২) মওলানা নাভিদ আহমদ লিমন
১৩) মওলানা সাব্বির আহমদ মুত্তাকী
১৪) মওলানা রশিদ আহমদ
১৫) মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার
১৬) মওলানা মুহাম্মদ তারীফ হোসেন
১৭) মওলানা শাহ এহসান উদ্দীন
১৮) মওলানা মুহাম্মদ রাসেল সরকার
১৯) মওলানা মসীহ্ উর রহমান তপু

ٹائیٹل بار اول

خدائے کریم کا شکر ہے کہ

یہ رسالہ قادیان کے ان آریوں کے جواب میں لکھا
گیا ہے جنہوں نے بہت سی توہین اور بد زبانی کی تھی اپنی اخبار
میں میرے نشانوں کا انکار کیا ہے جنکے گواہ نہ فقط وہی بلکہ ساری
دنیا ان کو دیکھ چکی ہے اور اس رسالہ کا نام ہے

قادیان کے آریہ اور ہم

اور یہ رسالہ

باہتمام منیجر صاحب میگزین پریس
قادیان میں طبع ہو کر شائع ہوا

۲۰ فروری ۱۹۰۷ء

تعداد ایک ہزار جلد
قیمت فی جلد ۳/

প্রথম বারের টাইটেল পেইজ

মহাসম্মানিত
খোদার প্রতি কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্য নিবেদন
করছি

এই পুস্তিকাটি কাদিয়ানের সেই আর্যদের প্রত্যুত্তরে লেখা হয়েছে, যারা নিজস্ব পত্রিকায় আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করতে গিয়ে অনেক অবমাননাকর এবং অশালীন ভাষা প্রয়োগ করেছে, যদিও এর সাক্ষী শুধু তারা নয় বরং সমগ্র জগৎ সেসব নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেছে আর এই পুস্তিকার নাম হলোঃ

কাদিয়ান কে আরিয়া আওর হাম

তত্ত্বাবধান ও প্রকাশঃ
ম্যানেজার, ম্যাগাজিন প্রেস,
কাদিয়ান

২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৭ সাল

সংখ্যাঃ এক হাজার কপি
প্রতি কপির মূল্যঃ ৩ পয়সা

কাদিয়ানের আর্যসমাজ

آریوں پر ہے صد ہزار افسوس
আর্যদের জন্য বড়োই পরিতাপ!

دل میں آتا ہے بار بار افسوس
হৃদয়ে বার বার আক্ষেপ জাগে,

ہوگئے حق کے سخت نافرمان
তারা সত্যের কঠোর অস্বীকারকারী হয়ে গেছে,

کر دیا دیں کو قوم پر قُربان
ধর্মকে জাতির নামে জলাঞ্জলি দিয়েছে।

وہ نشاں جن کی روشنی سے جہاں
যে নিদর্শনসমূহের আলোকে জগৎ

ہو کے بیدار ہو گیا لرزاں
হয়েছে জাগ্রত, হয়েছে কম্পমান—

اُن نشانوں سے ہیں یہ انکاری
সেই নিদর্শনসমূহের এরা অস্বীকারকারী,

پَر کہاں تک چلے گی طرّاری
কিন্তু কতদিন চলবে এই দুষ্কৃতি!

اُن کے باطن میں اِک اندھیرا ہے
তাদের অভ্যন্তরে রয়েছে এক অন্ধকার,

کین و نخوت نے آکے گھیرا ہے
শত্রুতা ও অহংকার তাদের পরিবেষ্টন করেছে।

لڑ رہے ہیں خدائے یکتا سے

লড়াই করছে তারা অনন্য আল্লাহ্‌র সাথে,

باز آتے نہیں ہیں غوغا سے

আর অশিষ্ট হইচই থেকে বিরত হয় না।

قوم کے خوف سے وہ مرتے ہیں

জাতির ভয়ে তাদের প্রাণ বের হবার উপক্রম হয়,

سو نشاں دیکھیں کب وہ ڈرتے ہیں

শত নিদর্শন দেখেও তারা ভয় পায় না।

پنڈت لیکھرام

موت لیکھو بڑی کرامت ہے

লেখরামের মৃত্যু নিশ্চয় অনেক বড়ো একটি নিদর্শন,

پر سمجھتے نہیں یہ شامت ہے

কিন্তু তাদের দুর্ভাগ্য হলো তারা বুঝে না।

میرے مالک تو ان کو خود سمجھا

হে আমার প্রভু! তুমি স্বয়ং তাদের বুঝাও,

آسماں سے پھر اِک نشان دکھلا (آمین)

আকাশ থেকে পুনরায় একটি নিদর্শন প্রদর্শন করো।

(আমীন)

নতুন নিদর্শনের ভবিষ্যদ্বাণী

খোদা বলেন, আমি একটি নতুন নিদর্শন প্রকাশ করব যাতে থাকবে মহান বিজয়। সেটি হবে সর্বসাধারণের জন্য একটি নিদর্শন এবং তা হবে আল্লাহ্‌র হস্ত থেকে ও ঊর্ধ্বলোক থেকে। প্রত্যেক চক্ষুর এর অপেক্ষায় থাকা উচিত, কেননা আল্লাহ্ অতি শীঘ্রই এটি প্রকাশ করবেন যাতে তিনি এই সাক্ষ্য প্রদান করেন– এই অধম বান্দা যাকে সকল জাতি গালমন্দ করছে, সে তাঁরই পক্ষ থেকে প্রেরিত। ধন্য সেই ব্যক্তি– যে এ থেকে কল্যাণ লাভ করবে, আমীন।

প্রচারক: মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী (আ.)

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نَحۡمَدُہٗ وَ نُصَلِّی عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡم

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত এবং কাদিয়ানের আর্যসমাজ

কাদিয়ান থেকে প্রকাশিত আর্যসমাজিদের একটি পত্রিকায় যেটি সম্ভবত ১৯০৭ সালের জানুয়ারি হতে এখান থেকে প্রকাশনা বন্ধ হয়ে গেছে, কাদিয়াননিবাসী লালা শরমপতের বরাত টেনে আমার প্রতি একটি আশ্চর্যজনক অপবাদ আরোপ করা হয়েছে যে, ১৯০৬ সালের ডিসেম্বরের জলসার এক অধিবেশনে আমি বর্ণনা করেছিলাম– খোদা তা'লা আমাকে যে-সব ঐশী নিদর্শনে ধন্য করেছেন সেসবের সাক্ষী কেবল মুসলমানরাই নয় বরং এ গ্রামের হিন্দুরাও এর সাক্ষী, যেমন- কাদিয়াননিবাসী আর্যসমাজি লালা শরমপত এবং লালা মালাওয়ামালও আমার নিদর্শনাবলি সম্পর্কে অবগত। এই জলসায় আমি কেবল এতটুকুই বর্ণনা করি নি, বরং দূরদূরান্তের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত প্রায় দুই হাজার অতিথির উপস্থিতিতে আমি একথাও বলেছিলাম যে, কাদিয়ানের মুসলমানদের পাশাপাশি এই গ্রামের সকল হিন্দুও আমার নিদর্শনাবলির সাক্ষী, কেননা আমি যখন খোদা প্রদত্ত একটি ভবিষ্যদ্‌বাণী প্রকাশ করেছিলাম, তখন থেকে এখন অবধি প্রায় ৩৫ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। তা হলো:

"এখন যদিও তুমি একা এবং তোমার সাথে কেউ নেই কিন্তু সেই সময় আসন্ন যখন আমি সহস্র সহস্র মানুষকে তোমার প্রতি আকৃষ্ট করব। এছাড়া এখন যদিও তোমার কোনো আর্থিক সামর্থ্য নেই কিন্তু আমি অনেক মানুষের হৃদয়ে স্বীয় এলহাম অবতীর্ণ করব, যেন তারা নিজেদের ধনসম্পদ দিয়ে তোমাকে সাহায্য করে। দলে-দলে মানুষ আসবে এবং ধনসম্পদ প্রদান করবে আর এত অধিক সংখ্যায় আসবে যে, তুমি ক্লান্ত হয়ে যাবার উপক্রম হবে। তারা সকল পথ পাড়ি দিয়ে কাদিয়ানে আসবে এবং তাদের আগমনের আধিক্যে রাস্তাগুলো গর্তবহুল হয়ে যাবে। যখন এই ভবিষ্যদ্‌বাণীর লক্ষণ প্রকাশ পাবে তখন শত্রুরা চাইবে, যেন এ পূর্ণ না হয় আর চেষ্টা করবে যেন এমনটি না হয়, কিন্তু আমি তাদেরকে ব্যর্থ করব এবং স্বীয় প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করব। একইসাথে একথাও বলেছেন, 'আমি তোমাকে উপর্যুপরি কল্যাণ দান করব, এমনকি বাদশা তোমার বস্ত্র হতে কল্যাণ অন্বেষণ করবে'।"

এটি সেই ভবিষ্যদ্‌বাণীর সারাংশ যা আজ থেকে ছাব্বিশ (২৬) বছর পূর্বে বারাহীনে আহমদীয়া-তে ছাপা হয়েছে। সত্যকথা হলো, এটি আজ থেকে অনেক পূর্বের ভবিষ্যদ্‌বাণী– যার পর কমপক্ষে পঁয়ত্রিশ (৩৫) বছর কেটে গেছে। উক্ত জলসায় আমি সেই ভবিষ্যদ্‌বাণীর উল্লেখ করেছিলাম। অনুষ্ঠানটি ছিল, আমি আমার জামা'তের লোকদের নিয়ে আমাদের জামে মসজিদে নামাযরত ছিলাম। দূরদূরান্ত হতে আমার জামা'তের প্রায় দুই হাজার সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ এসেছিলেন যাদের মধ্যে ব্রিটিশ সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, সম্মানিত রইস, জায়গিরদার এবং নবাবরাও উপস্থিত ছিলেন। ঠিক সেই সময়ে যখনকিনা আমরা আমাদের জামে মসজিদে নামায পড়ছিলাম তখন একজন নোংরা প্রকৃতির আর্য-ব্রাহ্মণ গালিগালাজ করতে আরম্ভ করে। বার বার এই ভাষায় গালিগালাজ করছিল যে, (নাউযুবিল্লাহ্‌) 'এসব বেশ্যার সন্তান এখানে কেন জড়ো হয়েছে? বাইরে গিয়ে নামায পড়ে না কেন?' সর্বপ্রথম আমাকেই এই গালি দেয়। বার বার এমন নোংরা শব্দ ব্যবহার করেছিল যে, আমাদের জন্য এর বিশদ বিবরণ থেকে এই পুস্তিকাকে পবিত্র রাখাই উত্তম। আমরা প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে নামায পড়ছিলাম এবং সেই আর্য-ব্রাহ্মণ লাগাতার মর্মপীড়াদায়ক ও নোংরা ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে। সে সময় কিছু গ্রাম্য শিখও আমাদের বিশাল জামা'তকে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে লক্ষ করছিল যে, খোদা এক বিশাল জনগোষ্ঠী সমবেত করেছেন। তারাও নিষেধ করে, কিন্তু সেই অপবিত্র স্বভাবের আর্যসমাজি বিরত হয় নি, বরং সম্মানিত মুসলমানদেরকে বার বার বেশ্যার সন্তান বলে সম্বোধন করে এবং উত্তেজিত করতে থাকে।

এটি অনেক বড়ো মর্মবেদনা ছিল যা ঠিক নামাযের সময় আমাকে সইতে হয়েছে। এই ভয়ও ছিল, পাছে আমাদের জামা'তের কেউ আবার উত্তেজিত হয়ে পড়ে কিন্তু আমি খোদার প্রতি কৃতজ্ঞ যে, তারা সবাই ধৈর্যধারণ করেছে। এই জামা'তের বিরুদ্ধে তার এমন নোংরা ও জঘন্য শব্দ প্রয়োগ করা সত্যিই আশ্চর্যের বিষয়। সম্ভবত তার নিজের ধর্মের নিয়োগ* প্রথার কথা মনে পড়ে গিয়ে থাকবে। সে সময় এক সরকারি কর্মকর্তা তথা বাটালার ডেপুটি ইন্সপেক্টরও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। মোটকথা, সেই আর্যসমাজির সীমাহীন গালমন্দ সম্মানিত মুসলমানদের জন্য ভীষণ মর্মপীড়ার কারণ হয়। এই মুসলমানরা যদি কোনো হিংস্র জাতি হতো তাহলে তারা কাদিয়ানের সকল আর্যসমাজির জন্য যথেষ্ট ছিল, কিন্তু এদের নৈতিক চরিত্র সাধুবাদ পাবার যোগ্য।

** টীকা:* *'নিয়োগ' আর্যধর্মের একটি ধর্মীয় বিধান যার ভিত্তিতে একজন আর্যের সতীসাধ্বী স্ত্রী, স্বামী জীবিত থাকা সত্ত্বেও এবং তাকে তালাক না দিয়ে কেবল সন্তান ধারণের উদ্দেশ্যে পরপুরুষের সাথে সহবাস করতে পারে আর পরপুরুষের বীর্য থেকে (১১) এগারো জন ছেলে জন্ম না নেওয়া পর্যন্ত সে এ কাজে (বৈধভাবে) লিপ্ত থাকতে পারে। উপরন্তু এমন নারী ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বড়োই পবিত্র আখ্যায়িত হয় আর এমন ছেলে তার মা ও কথিত বাবা– উভয়কে দোযখ থেকে পরিত্রাতা ও মুক্তিদাতা গণ্য হয়। –লেখক*

একজন নীচ প্রকৃতির আর্যসমাজির এতটা নোংরা গালিগালাজ সত্ত্বেও এরা নীরব-নিথর লাশের ন্যায় ধৈর্যধারণ করেছেন। মোটকথা, এই মুসলমানরা সেই শিক্ষা স্মরণ রেখেছে যা বার বার তাদের দেওয়া হয় যে, নিজ শত্রুর মোকাবিলায় ধৈর্য প্রদর্শন করো।

নামায শেষে আমি লক্ষ করি, এসব নোংরা গালিগালাজের কারণে অনেকের হৃদয় ছিল দুঃখ ভারাক্রান্ত। তখন আমি তাদের মনস্তুষ্টির জন্য দাঁড়িয়ে বলি– এই যে দুঃখ তোমরা পেয়েছ– তা মন থেকে মুছে ফেলো। খোদা তা'লা দেখছেন এবং সীমালঙ্ঘনকারীকে তিনি নিজেই শাস্তি দেবেন। তখন আমি একথাও বলি– 'আমি জানি, কাদিয়ানের হিন্দুরা সবচেয়ে বেশি খোদা তা'লার কোপগ্রস্ত, কেননা (তারা) খোদা তা'লার বড়ো বড়ো নিদর্শন দেখার পরও এমন নোংরা গালমন্দ করে এবং (আমাদেরকে) কষ্ট দেয়। খোদা তা'লা এই গ্রামে স্বীয় শক্তিমত্তার কত বড়ো নিদর্শন প্রদর্শন করেছেন, তা তাদের জানা আছে। তাদের এটি অজানা নয় যে, আজ থেকে ছাব্বিশ-সাতাশ বছর পূর্বে আমি একেবারেই অপরিচিত ও অখ্যাত অবস্থায় নিভৃতে জীবন কাটাতাম। কেউ কি বলতে পারবে, তখন আমার কাছে এভাবে জনসমাগম হতো? সত্যকথা হলো, একজন মানুষও তখন আমার জামা'তভুক্ত ছিল না আর আমার সাথে সাক্ষাতের জন্যও কেউ আসত না। নিজস্ব মালিকানাধীন সম্পত্তি থেকে আসা সামান্য আয়রোজগার ছাড়া আর কোনো আয়-উপার্জনও ছিল না। সেই যুগে বরং তারও পূর্বে, যার পর প্রায় পঁয়ত্রিশ (৩৫) বছরেরও কিছু অধিককাল সময় কেটে গেছে, খোদা তা'লা আমাকে এই সংবাদ দিয়েছিলেন, "চতুর্দিক থেকে সহস্র সহস্র বরং লক্ষ লক্ষ মানুষ তোমার নিকট আসবে; এমনকি তাদের আনাগোনায় রাস্তা ক্ষয় হয়ে যাবে। চতুর্দিক থেকে অর্থসম্পদ আসবে। আর প্রত্যেক জাতির বিরোধীরা কৌশলে সর্বশক্তি প্রয়োগ করবে যেন এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ না হয়; কিন্তু তারা তাদের এই প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হবে।"– এই সংবাদ সে যুগেই আমার পুস্তক বারাহীনে আহমদীয়ায় মুদ্রিত হয়ে সকল দেশে প্রচারিত হয়েছিল।

এর কিছুকাল পরেই এই ভবিষ্যদ্বাণী ধীরে ধীরে পূর্ণ হতে আরম্ভ করে এবং বর্তমানে আমার জামা'তের সদস্যসংখ্যা তিন লক্ষেরও অধিক।* আর অর্থসম্পদের আধিক্য দেখুন, এখন পর্যন্ত কয়েক লক্ষ রুপি এসেছে এবং লঙ্গরখানার পেছনে প্রতি মাসে পনেরোশ রুপি

** টীকা: এই পুস্তিকা রচনাকালে মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া থেকে গতকাল ২৩ জানুয়ারি, ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে ডাকযোগে আমি একটি পত্র পাই। লেখক সেই শহর অর্থাৎ, আলেকজান্দ্রিয়ার একজন সম্মানিত ব্যক্তি– যার নাম হচ্ছে আহমদ যোহরী বদর উদ্দীন। পত্রটি এখন আমার হাতে সংরক্ষিত আছে। তিনি লেখেন, 'আমি আপনাকে এই সুসংবাদ দিচ্ছি যে, এই দেশে আপনার মান্যকারী ও আপনার অনুসারীদের সংখ্যা এত পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে যেমনটি মরুভূমির বালুকণা ও কংকর হয়ে থাকে।' আরো লিখেছেন, 'আমার মতে এমন কেউ নেই, যে আপনার অনুসরণ করে না'। –লেখক*

আবার কখনও কখনও দু-হাজার রুপিও ব্যয় হয়। মাদ্রাসা ইত্যাদি খাতে যে অর্থ আসে– তা এ থেকে পৃথক। এটি এমন একটি নিদর্শন যা দেখে কাদিয়ানের হিন্দুদের শিক্ষা নেওয়া উচিত ছিল, কেননা তারাই এই নিদর্শনের প্রথম সাক্ষী ছিল। এই ভবিষ্যদ্‌বাণীর যুগে আমি কীরূপ অজানা ও অপরিচিত ছিলাম– একথা তাদের জানা ছিল।

এই বক্তৃতাটিই আমি সেই জলসায় প্রদান করেছিলাম আর বক্তৃতার শেষ দিকে আমি একথাও বলেছিলাম যে, আর্যসমাজিদের মধ্যে এই নিদর্শনের সবচেয়ে বড়ো সাক্ষী হচ্ছে কাদিয়াননিবাসী লালা শরমপত এবং লালা মালাওয়ামাল, কেননা তাদের সামনেই বারাহীনে আহমদীয়া পুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে; যাতে এই নিদর্শন (লিপিবদ্ধ) ছিল। বরং বারাহীনে আহমদীয়া পুস্তক মুদ্রণের পূর্বে আমার পিতার অন্তর্ধানের সময় এ ভবিষ্যদ্‌বাণী ঐ দুইজন আর্যসমাজিকে বলা হয়েছিল। এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ হলো, খোদা তা'লা আমাকে আমার পিতার মৃত্যুসংবাদ, وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ বাক্যের মাধ্যমে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ আকাশের শপথ এবং সেই ঘটনার শপথ! যা সূর্যাস্তের পর সংঘটিত হবে। আর সেই সাথে আমাকে এটিও বুঝানো হয়েছিল যে, এই ভবিষ্যদ্‌বাণীর অর্থ হচ্ছে, 'সূর্য অস্তাচলে যেতেই তোমার পিতা মৃত্যুবরণ করবেন।' এই এলহামটি সমবেদনামূলক ছিল যা নিজের বিশেষ বান্দাদের সাথে আল্লাহ্‌র চিরায়ত রীতি। এই সংবাদ শুনে যখন এই সংশয় ও দুঃখ হয় যে, পিতার মৃত্যুর পর আমাদের উপার্জনের অধিকাংশ পথ বন্ধ হয়ে যাবে যা তার ব্যক্তিসত্তার সাথে সম্পৃক্ত, তখন এই এলহাম হয়,

أَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ

অর্থাৎ 'আল্লাহ্ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নয়?' উক্ত ঐশী বাণীতে পরিষ্কারভাবে এই সংবাদ দেওয়া হয়েছিল যে, "খোদা তা'লা স্বয়ং সকল চাহিদা পূরণ করবেন।" অতএব এই এলহাম অনুসারে সূর্যাস্তের পর আমার পিতা মৃত্যুবরণ করেন আর তার কল্যাণে আমাদের আয়ের বিভিন্ন উৎস যেমন- পেনশন ও (সরকার কর্তৃক প্রদত্ত) ভাতা ইত্যাদি সব বন্ধ হয়ে যায়।

আজ থেকে পঁয়ত্রিশ (৩৫) বছর পূর্বে সেই দিনগুলোতেই আমি উক্ত এলহাম অর্থাৎ,

أَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ

একটি আংটিতে খোদিত করে রাখার মনস্থ করি এবং আর্যসমাজি লালা মালাওয়ামালকে এই আংটি খোদাই করার জন্য অমৃতসরে প্রেরণ করি আর শুধুমাত্র এ কারণেই প্রেরণ করি, যেন সে এবং তার বন্ধু লালা শরমপত– উভয়েই এই ভবিষ্যদ্‌বাণীর সাক্ষী হয়ে থাকে। সে অমৃতসর যায় এবং হাকীম মুহাম্মদ শরীফ কালানূরীর মারফতে পাঁচ রুপি মজুরি দিয়ে (একটি) আংটি বানিয়ে আনে, যাতে

اَلَیْسَ اللّٰہُ بِکَافٍ عَبْدَہٗ

খোদিত করা হয়, যেটি এখনও সংরক্ষিত আছে। এই এলহামটি প্রায় পঁয়ত্রিশ বা ছত্রিশ বছর পূর্বের আর এর সাক্ষী আছেন এই দুইজন আর্য ভদ্রলোক। সে যুগে আমার অবস্থা কেমন ছিল? সেই যুগে, বারাহীনে আহমদীয়া পুস্তক অমৃতসরে পাদরি রজব আলীর ছাপাখানায় মুদ্রিত হচ্ছিল যাতে উপরুল্লিখিত বিভিন্ন এলহাম লিপিবদ্ধ রয়েছে। এই দুইজন আর্যসমাজি খুব ভালো করেই জানে যে, আমি কীরূপ অজ্ঞাত জীবন কাটাতাম। এমনকি অনেক সময় এ দুইজন আর্য আমার সাথে অমৃতসরে যেত আর কেবল একজন সেবক ছাড়া অন্য কোনো মানুষ (আমার সাথে) থাকত না। কখনও কখনও কেবল লালা শরমপত-ই আমার সাথে যেত। তারা শপথ করে বলতে পারবে যে, সে যুগে আমার অপরিচিতির অবস্থা কোন পর্যায়ের ছিল। কাদিয়ানেও কেউ আমার কাছে আসত না আর আমিও কোনো শহরে গেলে কেউ তার খবর রাখত না। যেভাবে কারো অনস্তিত্ব ও অস্তিত্ব সমান হয়ে থাকে, আমিও তাদের দৃষ্টিতে তেমনই ছিলাম।

অথচ এখন সেই একই কাদিয়ানে সহস্র সহস্র মানুষ আমার কাছে আসে আর সেই অমৃতসর ও লাহোর প্রভৃতি শহরে আমি গেলে এখন শত শত মানুষ আমাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য রেলগাড়িতে সেখানে আসে, এমনকি কখনও কখনও (সংখ্যা) হাজার হাজার পর্যন্ত পৌঁছে যায়। যেমন- ১৯০৩ সালে আমি যখন জেহলম অভিমুখে সফর করি, সবাই জানে যে, তখন (আমাকে) অভ্যর্থনা জানাতে প্রায় এগারো হাজার মানুষ এসেছিল। একইভাবে কাদিয়ানে শত শত অতিথির আগমনের যে ধারা এখন চলমান, সে যুগে এর কোনো নামগন্ধও ছিল না। আর কাদিয়ানের সকল হিন্দু বিশেষ করে লালা শরমপত ও লালা মালাওয়ামাল (যারা বর্তমানে স্বজাতির চাপে পড়ে খোদার নিদর্শনাবলিকে অস্বীকার করছে*) খুব ভালো করেই জানে যে, সে দিনগুলোতে আমাদের পুরুষদের বৈঠকখানা প্রায় বিরান এবং শূন্যই পড়ে থাকত, এমনকি কেউই আমাদের কাছে আসত না। তবে এরা দিনে কমবেশি দু-তিন বার আসত। এসব কথা তারা শপথ করে বলতে পারবে।

অতএব জলসার দিন আমার বক্তৃতার সারাংশ এটিই ছিল যে, কাদিয়ানের আর্যসমাজিদের কাছে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে সত্যের প্রমাণ স্পষ্টভাবে তুলে ধরা

**** টীকা:*** *আমি নিশ্চিতকরে বলতে পারি না, লালা শরমপত ও লালা মালাওয়ামাল যে-সব নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেছে সত্যিই সেসব নিদর্শনকে অস্বীকার করেছে। অমি শুধুমাত্র আর্য পত্রিকার বরাতে এটি লিখছি। আর আমি মনে করি না, কোনো মানুষ খোদাভীতির বিষয়ে এতটাই রিক্তহস্ত হয়ে যাবে যে, নিজের চাক্ষুষ দেখা বিষয়ে সাক্ষ্যপ্রদানে অস্বীকার করে বসবে। একদিন সবাইকে খোদার কাছে যেতে হবে। –লেখক*

হয়েছে। বিশেষত সেই দুইজন আর্যসমাজির কাছে খুব ভালোভাবে সকল দলিলপ্রমাণ স্পষ্ট হয়েছে যারা অনেকগুলো নিদর্শনের চাক্ষুষ সাক্ষী; কিন্তু তারা সেই মহাশক্তিশালী খোদাকে ভয় করে না, যিনি একনিমিষেই (সবকিছু) নিশ্চিহ্ন করতে পারেন। আর যেমনটি আমি এখনই লিখেছি, সেই ভবিষ্যদ্‌বাণীর সাথে এই ভবিষ্যদ্‌বাণীও পূর্ণ হয়েছে– যা একই বারাহীনে আহমদীয়া গ্রন্থে লিপিবদ্ধ ছিল। সে যুগেই, যার পর আনুমানিক ছাব্বিশ (২৬) বছর অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে– গোটা পাঞ্জাব ও হিন্দুস্থানে (তা) প্রকাশিত হয়েছিল। অর্থাৎ শত্রু অনেক অপচেষ্টা করবে, যেন এই উন্নতি, এই নিদর্শন প্রকাশিত না হয় এবং মানুষের সমাগম না ঘটে আর লোকজন যেন আর্থিক সাহায্য না করে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌ তা'লা স্বীয় ভবিষ্যদ্‌বাণী পূর্ণ করবেন এবং তারা সবাই ব্যর্থ হবে। এসব ভবিষ্যদ্‌বাণী শুধু আরবীতেই নয় বরং আরবী, উর্দু, ইংরেজি, ফার্সী এবং হিব্রু ভাষায় বারাহীনে আহমদীয়া পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে।

কয়েক বছর পরে যখন এসব ভবিষ্যদ্‌বাণীর পূর্ণতার লক্ষণাবলি প্রকাশ পেতে আরম্ভ করে তখন বিরুদ্ধবাদীদের মাঝে সেগুলোর পূর্ণতা বাধাগ্রস্ত করার উচ্ছ্বাস জাগে। কাদিয়ানে লালা শরমপতের পরামর্শে লালা মালাওয়ামাল বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে, যার পর প্রায় দশ বছর কেটে গিয়েছে। উক্ত বিজ্ঞাপনে আমার সম্পর্কে লেখা আছে, এই ব্যক্তি চরম প্রবঞ্চক, প্রতারক আর ব্যবসায়ী। মানুষজন যেন তার দ্বারা প্রতারিত না হয়, তাকে আর্থিক সহযোগিতা না করে নতুবা তারা নিজেদের টাকা-পয়সা নষ্ট করবে। এ বিজ্ঞাপন প্রচারের পেছনে সেসব আর্যসমাজির উদ্দেশ্য ছিল, লোকজন যাতে এখানে আসা থেকে বিরত থাকে। আর আর্থিক সাহায্য সহযোগিতা করা থেকে বিরত থাকে, কিন্তু বিশ্ববাসী জানে, সেই বিজ্ঞাপন প্রকাশের যুগে আমার জামা'তের সদস্য সংখ্যা ষাট অথবা সত্তর (৬০/৭০) জনের বেশি ছিল না। এ বিষয়টি সরকারি নথিপত্র থেকেও সহজেই জানা যেতে পারে যে, সে যুগে খুব বেশি হলে মাসে ত্রিশ অথবা চল্লিশ রুপি আয় হতো; কিন্তু এই বিজ্ঞাপন প্রকাশের পরে যেন আর্থিক সাহায্যের একটি খরস্রোতা নদী প্রবাহিত হতে আরম্ভ করেছে আর আজ পর্যন্ত কয়েক লক্ষ মানুষ বয়আত গ্রহণ করেছে। এখন তো প্রত্যেক মাসে পাঁচশ-র কাছাকাছি বয়আত হচ্ছে। এথেকে প্রমাণিত হয় যে, মানুষ আল্লাহ্‌র মোকাবিলা করতে পারে না। আমার এই বক্তব্য প্রমাণহীন নয়। মালাওয়ামালের (সেই) বিজ্ঞাপন এখনও আমার কাছে সংরক্ষিত আছে, যেটি লালা শরমপতের পরামর্শে লেখা হয়েছিল। সরকারি অতিথিশুমারি তো আমাদের জামা'তের জন্য নির্ধারিত রয়েছেই। কাজেই এই বিজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ পড়ে দেখো, আর অপরদিকে সরকারি নথিপত্রের মাধ্যমে সেই যুগ এবং পরবর্তী যুগের তুলনা করে দেখো যে, বিজ্ঞাপন প্রকাশের পূর্বে কত সংখ্যায় অতিথি আসত, কী পরিমাণে অর্থ আসত, আর পরবর্তীতে কী পরিমাণ খোদার সাহায্য

এর সাথে যুক্ত হয়! এ বিষয়টি মানি অর্ডারের রেজিস্টার এবং অতিথিসংক্রান্ত রেজিস্টার থেকেও সুস্পষ্ট হতে পারে যে, সে যুগে যখন মালাওয়ামাল বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেছিল, তখন আমার জামা'তের সদস্য সংখ্যা কত ছিল অর্থাৎ সেসব নথিপত্র যা পুলিশের মাধ্যমে সরকারের হস্তগত হয়েছে (সেগুলো দ্বারা) খুব সহজেই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যেতে পারে আর স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হতে পারে যে, মালাওয়ামাল যখন মানুষজনকে বিরত রাখার জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছিল, তখন আমার জামা'তের (সদস্য সংখ্যা) কত ছিল আর কী পরিমাণে অর্থ আসত এবং পরবর্তীতে কতটা উন্নতি হয়েছে। আমি সত্য সত্যই বলছি, যেভাবে এক বিন্দু সিন্ধুতে পরিণত হয়– তেমনই উন্নতি সাধিত হয়েছে। এই উন্নতি একেবারেই অসাধারণ ও অলৌকিক ছিল। অথচ শুধু মালাওয়ামালই নয় বরং প্রত্যেক শত্রুই এই উন্নতিকে প্রতিহত করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে আর চেয়েছে– "আল্লাহ্ তা'লার ভবিষ্যদ্‌বাণী মিথ্যা প্রমাণিত হোক।" এর ফলে অন্য আরেকটি ভবিষ্যদ্‌বাণী পূর্ণ হয়ে যায় অর্থাৎ, শত্রুরা জনসমাগম বন্ধ করতে পারে নি যেমনটি খোদা তা'লা পূর্বেই বলেছিলেন।

মানুষ যদি লজ্জাশরমের বিন্দুমাত্র উপাদানও নিজের মধ্যে রাখে তাহলে বুঝতে পারবে, অদৃশ্যের এসব সুগভীর ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সংবাদ মানবীয় শক্তির ঊর্ধ্বের বিষয়– যা ঐশী ক্ষমতায় পরিপূর্ণ। সে বুঝবে, এসব কর্মকাণ্ড যদি মানবীয় হতো তাহলে মানুষের শত্রুতাপূর্ণ চেষ্টাপ্রচেষ্টা অবশ্যই সফল হতো। এসব বিজ্ঞাপনের একমাত্র প্রকাশিত ফলাফল হলো, সেই ভবিষ্যদ্‌বাণী পূর্ণ হয়েছে– যা খোদা তা'লা পূর্বেই বলে দিয়েছিলেন, অর্থাৎ শত্রুরা প্রাণপণ চেষ্টাপ্রচেষ্টা চালাবে যাতে উন্নতি-অগ্রগতি, ঐশী সাহায্য এবং মানুষের সমাগমসংক্রান্ত ভবিষ্যদ্‌বাণী পূর্ণ না হয়; কিন্তু সেটি পূর্ণ হবে। মজার বিষয় হলো, কেবল মালাওয়ামালই চেষ্টা করে নি বরং আর্যসমাজিদের সেই পণ্ডিত লেখরামও, খোদার ভবিষ্যদ্‌বাণী যার প্রাণ কেড়ে নিয়েছে, তার অর্থহীন জীবনের (একটা) অংশ সেসব লেখার পেছনেই নষ্ট করেছে, যেন বারাহীনে আহমদীয়ায় প্রকাশিত লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম এবং লক্ষ লক্ষ রুপি আসার সেই ভবিষ্যদ্‌বাণী পূর্ণ না হয়। অবশেষে ফলাফল তাই হয়েছে যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা আমাকে পাঁচ (৫) বছর পূর্বে সংবাদ দিয়েছিলেন অর্থাৎ সে তার কটুকথার শাস্তিস্বরূপ ছয় (৬) বছরের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিহত হবে। সেই দুর্ভাগা এই ভবিষ্যদ্‌বাণীকে পূর্ণ করে ছাইয়ের স্তূপে পরিণত হয়েছে।

একইভাবে খ্রিষ্টানরাও এই ভবিষ্যদ্‌বাণীর পূর্ণতা বাধাগ্রস্ত করার জন্য অনেক অপচেষ্টা চালিয়েছে আর তাদের বিজ্ঞাপন এখনও আমার কাছে সংরক্ষিত আছে। অপরদিকে মুসলমানেরা, আমাকে গ্রহণ করে যাদের গর্ববোধ করার কথা, তারাও এই ভবিষ্যদ্‌বাণীর পূর্ণতা প্রতিহত করার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছে– যা বারাহীনে আহমদীয়ায় আমার ভবিষ্যৎ উন্নতি, সম্মান লাভ এবং আমার কাছে জনসমাগম হওয়া

সম্পর্কে ছাব্বিশ (২৬) বছর থেকে লিখিতভাবে আর প্রায় পঁয়ত্রিশ (৩৫) বছর থেকে মৌখিকভাবেই প্রচারিত হয়ে আসছে।... এমনকি আমার ধারণা তাদের পক্ষ থেকে লক্ষাধিক এমন প্রচারপত্র প্রকাশিত হয়েছে যাতে এই বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে যে, এই ব্যক্তি কাফির, দাজ্জাল ও বেইমান, কেউ যেন তার দিকে ফিরেও না তাকায় আর কেউ যেন তাকে সাহায্য না করে বরং কেউ যেন তার সাথে করমর্দন না করে এবং সালামও না দেয়, সে যখন মারা যাবে তখন মুসলমানের গোরস্তানে তাকে যেন সমাহিত করা না হয়। কিন্তু এসব বিজ্ঞাপনের ফলাফল এতটা বিপরীত প্রকাশ পেয়েছে, খোদা তা'লা যে সর্বশক্তিমান সেটিই এর ফলে পরিদৃষ্ট হয়। এসব প্রকাশিত হবার পর কয়েক লক্ষ মানুষ আমার হাতে বয়আত করেছে আর কয়েক লক্ষ রুপি এসেছে এবং সকল দিক থেকে অগণিত উপহার সমাগম ঘটেছে। খোদার আত্মাভিমান এবং মহাশক্তি তাদের মুখে এমনভাবে চপেটাঘাত করে যে, তারা সর্বত্র পরাজিত হয়। প্রত্যেক মুবাহেলায় মৃত্যু অথবা লাঞ্ছনা তাদের ভাগ্যে জোটে। যে-সব বিজ্ঞাপন আর্য, খ্রিষ্টান ও মুসলমানদের পক্ষ থেকে প্রকাশ করা হয়েছে, তার কিছু আমার সিন্দুকে সংরক্ষিত রয়েছে, যেগুলোতে মেথর ও চামারদের গালির চেয়েও নিকৃষ্ট ভাষায় আমাকে ধোঁকাবাজ, প্রবঞ্চক, ঠগ, দাজ্জাল, নাস্তিক, বেইমান বলে সম্বোধন করে হাজার হাজার গালি দেওয়া হয়েছে। সেগুলো এজন্য জমা রাখা হয়েছে, যেন কেউ অস্বীকার করতে না পারে।

আমি যখন একদিকে বারাহীনে আহমদীয়ায় আল্লাহ্ তা'লার ভবিষ্যদ্‌বাণী–

"আজ যদিও তুমি একা, তোমার সাথে কেউ নেই, কিন্তু সেই সময় আসন্ন, বরং তা সন্নিকটে যখন লক্ষ লক্ষ মানুষ তোমার সঙ্গ দেবে এবং নিজেদের প্রিয় সম্পদ দিয়ে তোমাকে সাহায্য করবে। আর প্রত্যেক জাতির শত্রুরা জোর চেষ্টা চালাবে যেন এই ভবিষ্যদ্‌বাণী পূর্ণ না হয়, কিন্তু আমি তাদেরকে ব্যর্থ করব আর কোনো রক্ষাকারী না থাকলেও আমি তোমাকে প্রত্যেক ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করব। অপরদিকে এই ভবিষ্যদ্‌বাণী অনুযায়ী প্রত্যেক জাতির শত্রুদের ভবিষ্যদ্‌বাণীর পূর্ণতা বাধাগ্রস্ত করার জন্য পূর্ণ প্রচেষ্টাও প্রত্যক্ষ করছি। এছাড়া দেখছি যে, শত্রুদের প্রচণ্ড প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও অবশেষে সেই ভবিষ্যদ্‌বাণী এমনভাবে পূর্ণতা পেয়েছে যে, আজ সেসব বয়আতকারীকে বিশাল এক ময়দানে একত্রিত করা হলে তা এক বড়ো বাদশার সৈন্যবাহিনীর চেয়েও বেশি হবে"–

দেখি, তখন আবেগে আমার বুক ফেটে কান্না পায় এই ভেবে যে, আমাদের খোদা কত শক্তিশালী! সারা বিশ্বও যদি শত্রু হয়ে যায় তবুও তাঁর মুখনিঃসৃত বাণী কখনও টলতে পারে না, সারা বিশ্ব সে বিষয়কে যতই বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করুক না কেন।

এই কথাগুলোই আমি ঐ জলসায় বলেছিলাম। এখন আমি জিজ্ঞেস করছি, কাদিয়ানের হিন্দুরা কি এই ভবিষ্যদ্‌বাণী এবং এর পূর্ণতার বিষয়ে কিছুই জানে না? লালা

শরমপত ও লালা মালাওয়ামাল কি এই ভবিষ্যদ্‌বাণী সম্পর্কে অনবহিত? আর্যসমাজিরা কি নিজ ধর্মে এর কোনো প্রমাণিত দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে পারবে? তারা কি একথা যে যুগে এই ভবিষ্যদ্‌বাণী করা হয়েছিল সেই যুগে আমার কাছে কেউ আসত না অস্বীকার করতে পারবে? অভিশপ্ত সেই ব্যক্তি– যে মিথ্যা বলে, আর মৃত সেই হীন ব্যক্তি– যে সত্যকে গোপন করে। এমন লোকেরা মৌখিকভাবে 'খোদা আছেন' বলে দাবি করলেও প্রকৃতপক্ষে তারা খোদাকে অস্বীকার করে থাকে, কিন্তু খোদা নিজ শক্তিবলে প্রকাশ করেন যে, তিনি বিদ্যমান। কেবল আজ থেকে নয়, বরং আমি শুরু থেকেই জানি, কাদিয়ানের হিন্দুরা মোটের ওপর ইসলামের ঘোর শত্রু এবং অন্ধকারকে ভালোবাসে। তারা আলো দেখলে অন্ধকারের দিকে আরো দ্রুত বেগে ছুটে যায়, তাদের মতে যেন খোদার অস্তিত্বই নেই। অথচ খোদা তাদেরকে লেখরাম সম্পর্কিত বড়ো নিদর্শন দেখিয়েছেন, কিন্তু এ থেকে তারা কোনো শিক্ষা গ্রহণ করে নি। এটি কত স্পষ্ট একটি নিদর্শন ছিল যাতে এই সংবাদ দেওয়া হয়েছিল যে, লেখরামের মৃত্যু স্বাভাবিকভাবে হবে না, বরং সে ছয় (৬) বছরের মধ্যে নিহত হবে, ঈদের পরের দিন এই ঘটনা সংঘটিত হবে; আর বাস্তবে এমনটিই ঘটেছে। এই ভবিষ্যদ্‌বাণীর কারণ শুধু এটি ছিল যে, সে ইসলাম ধর্মকে মিথ্যা বলে মনে করত আর অনেক নোংরা ভাষা ব্যবহার করত ও গালিগালাজ করত। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে অবগত করেন, সে তো মাংসপিণ্ড তথা জিহ্বার ছুরি ইসলামের ওপর চালাতো, কিন্তু খোদা তা'লা লোহার ছুরি দ্বারা তার ভবলীলা সাঙ্গ করবেন আর কার্যত এমনই হয়েছে। আমি বিজ্ঞাপন প্রচার করেছিলাম, হে আর্যরা! তোমাদের পরমেশ্বরের যদি কোনো শক্তি থেকে থাকে তাহলে তাঁর কাছে দোয়া ও প্রার্থনা করে লেখরামকে রক্ষা করো। কিন্তু তোমাদের পরমেশ্বর তাকে বাঁচাতে পারে নি। সে আমার সম্পর্কে এই ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিল যে, 'এই ব্যক্তি তিন (৩) বছরের মধ্যে মৃত্যুবরণ করবে'– **খোদা তা'লা তার ভবিষ্যদ্‌বাণী মিথ্যা প্রমাণ করেছেন আর আমাদের খোদা-ই বিজয়ী হলেন।** সে তার পুস্তক 'খবতে আহমদীয়া'-তে আমার সাথে মুবাহেলা করে। অর্থাৎ দোয়া করে যে, 'আমাদের দুইজনের মধ্যে যার ধর্ম মিথ্যা সে যেন মৃত্যুবরণ করে।' এই দোয়ার পর অবশেষে সে নিজেই মৃত্যুবরণ করে এই সত্যের ওপর মোহর খচিত করে যায় যে, আর্যধর্ম মিথ্যা এবং ইসলাম ধর্ম সত্য। সে তার মৃত্যুর মাধ্যমে আমার সম্পর্কে এই সাক্ষ্যও প্রদান করে গেছে, আমি খোদার পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট।

এই আক্ষেপ সবসময় আমার হৃদয়ে বিরাজ করবে– লেখরামের এই মৃত্যুর আসল কারণ কাদিয়ানের হিন্দুরাই। সে ছিল অজ্ঞসর্বস্ব, কিন্তু যখন কাদিয়ানে আসে তখন কাদিয়ানের হিন্দুরা আমার সম্পর্কে তাকে বলে– এই ব্যক্তি মিথ্যাবাদী ও ধোঁকাবাজ। এসব কথা শুনে সে ধৃষ্ট হয়ে ওঠে আর ভীষণভাবে ক্ষেপে যায়। অপলাপ করতে গিয়ে নিজ জিহ্বাকে ছুরির মতো ব্যবহার করে। অতএব সেই ছুরিই তার ভবলীলা সাঙ্গ করেছে। খোদার মনোনীত ও পবিত্র নবীকে গালি দেওয়া আর সত্যবাদীকে মিথ্যাবাদী

আখ্যা দেওয়া অবশেষে মানুষকে শাস্তিযোগ্য বানিয়ে দেয়। লেখরাম* যদি নম্রতা ও বিনয় অবলম্বন করত, তাহলে রক্ষা পেত, কেননা খোদা অনুগ্রহকারী ও বার বার দয়াকারী। তিনি শাস্তি দানে ধীর। অথচ তারা তাকে অনেক বড়ো ধোঁকা দিয়েছে। আমি জানি, তার মৃত্যুর পাপ কাদিয়ানের হিন্দুদের ওপর বর্তায়। হায় পরিতাপ! এরা তার সাথে অত্যন্ত মন্দ আচরণ করেছে। এরা মুখে তো বলে পরমেশ্বর আছেন, কিন্তু আমার মনে হয় না তাদের হৃদয় পরমেশ্বরের প্রতি ঈমান রাখে। তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসও অদ্ভুত। পৃথিবীতে যত নবী-রসূল অতিবাহিত হয়েছেন তাদের সবাইকে তারা নোংরা ভাষায় গালমন্দ করে এবং মিথ্যা জ্ঞান করে– যেন ছোটো একটি দেশ আর্যাবর্তই সর্বদা খোদার সিংহাসনস্থল ছিল এবং অন্যান্য দেশের সাথে খোদা তা'লা কোনো সম্পর্ক রাখেন নি অথবা তাদের সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন। অথচ খোদা তা'লা পবিত্র কুরআন শরীফে বলেছেন, 'প্রত্যেক দেশে তাঁর পক্ষ থেকে রসূল আবির্ভূত হয়েছেন, তদ্রূপ ভারতবর্ষেও খোদা তা'লার পবিত্র রসূল এবং তাঁর বাণী লাভকারী অতিবাহিত হয়েছেন। কার্যত এমনটিই হওয়া উচিত ছিল, কেননা খোদা তা'লা কোনো একটি বিশেষ ভূখণ্ডের নন বরং পৃথিবীর সকল দেশের। জানি না কোন শয়তান তাদের হৃদয়ে একথা ফুৎকার করেছে যে, বেদ ব্যতীত খোদার সকল গ্রন্থ মিথ্যা। নাউযুবিল্লাহ্, খোদার নবী মূসা (আ.) ও খোদার প্রিয় নবী ঈসা (আ.) এবং খোদার মনোনীত হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) সকলেই মিথ্যাবাদী এবং প্রতারক ছিলেন!

**** টীকা:*** *এ স্থলে এই ঐশী ঘটনাটি স্মরণ রাখার যোগ্য, ডেপুটি আব্দুল্লাহ্ আথম সম্পর্কে এই ভবিষ্যদ্বাণী ছিল– সে যদি সত্যের পানে ফিরে না আসে তাহলে পনেরো (১৫) মাসের মধ্যে মারা যাবে আর লেখরাম সমন্ধে এই ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, সে ছয় (৬) বছরের মধ্যে নিহত হবে। আব্দুল্লাহ্ আথম যেহেতু ভবিষ্যদ্বাণীর দিনগুলোতে অনেক কান্নাকাটি করতে থাকে, আর তার হৃদয়ে সত্যের মাহাত্ম্য প্রাধান্য বিস্তার করে, অধিকন্তু উক্ত সময়ে সে কোনো মন্দ শব্দ মুখে আনে নি। এজন্য অনুগ্রহকারী ও দয়ালু খোদা তার আয়ুস্কাল দীর্ঘ করেন, ফলে সে আরো কিছুকাল পর্যন্ত জীবিত থেকে মারা যায়। কিন্তু লেখরাম ভবিষ্যদ্বাণী শোনার পর অশিষ্ট আচরণ আরম্ভ করে দেয়, যেমনটি নীচ হিন্দুদের অভ্যাস হয়ে থাকে। এজন্য তার প্রকৃত মেয়াদও পূর্ণ হতে পারে নি আর মেয়াদ পূর্ণ হবার এক বছর পূর্বেই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সে নিহত হয়। অনুরূপভাবে আহমদ বেগ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হবার পর, অর্থাৎ তার মৃত্যুর পর তার উত্তরসূরিরা গভীর ভীতি ও অনুশোচনা প্রকাশ করে। এজন্য খোদা তা'লা স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তার জামাতার মৃত্যুকে বিলম্বিত করেছেন কেননা সব নবীর ভাষায় আল্লাহ্ তা'লার এই প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, কারো ওপর যখন কোনো বিপদ আপতিত হবার ভবিষ্যদ্বাণী থাকে আর তারা ভয় পেয়ে যায় ও তাদের হৃদয় ভয়ে কাঁপতে থাকে, অধিকন্তু তারা আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া অথবা দান-সদকার মাধ্যমে কৃপা যাচনা করে, সেক্ষেত্রে খোদা তা'লা কৃপা করেন। আর এই নীতির অধীনেই প্রত্যেক জাতির মানুষ বিপদের সময় সদকা-খয়রাত করে থাকে। –লেখক*

আমাদের শরীয়ত তাদেকে সন্ধির বার্তা দেয় কিন্তু তাদের অপবিত্র বিশ্বাস যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে আমাদেরকে লক্ষ করে তির নিক্ষেপ করছে। আমরা বলি– হিন্দুদের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে প্রতারক ও মিথ্যাবাদী বোলো না, কিন্তু একথা বলো যে, শতসহস্র বছর অতিবাহিত হওয়ায় হিন্দুরা প্রকৃত ধর্মকে ভুলে গেছে। পক্ষান্তরে আমাদের বিপরীতে এই অপবিত্র ব্যক্তিরা আমাদের পবিত্র নবীগণকে নোংরা ভাষায় গালমন্দ করে এবং তাঁদেরকে প্রতারক ও মিথ্যাবাদী জ্ঞান করে। এমন হিন্দুদের সাথে সন্ধি হতে পারে বলে কি কেউ ভাবতে পারে? তাদের চেয়ে উত্তম হলো সনাতন ধর্মের অধিকাংশ ঐসকল পুণ্যবান লোক যারা প্রত্যেক নবীকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে এবং বিনয়ের সাথে মস্তকাবনত করে। আমার দৃষ্টিতে জঙ্গলের হিংস্র প্রাণী এবং নেকড়েদের দুস্কৃতি ছেড়ে দিয়ে আমাদের সাথে সন্ধি হওয়া সম্ভব কিন্তু এই ধারণা করা যে, এরূপ বিশ্বাস পোষণকারী মানুষ পরিষ্কার হৃদয়ে কখনও মুসলমানদের সাথে সন্ধি করবে- তা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা, বরং তাদের এই বিশ্বাস নিয়ে মুসলমানদের সাথে প্রকৃত অর্থে সন্ধি করা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। কোনো প্রকৃত মুসলমানের পক্ষে নিজেদের পবিত্র ও সম্মানিত নবীদের সম্পর্কে এরূপ গালমন্দ শোনার পরও তা সহ্য করা এবং এদের সাথে সম্পর্ক রাখা কি সম্ভব? কখনও নয়।

অতএব এদের সাথে সম্পর্ক রাখা আস্তিনে বিষাক্ত সাপ পালার মতোই ক্ষতিকর। এ জাতির হৃদয় মারাত্মকভাবে কালিমালিপ্ত। সব নবী যারা পৃথিবীতে অনেক বড়ো বড়ো সংশোধনমূলক কাজ করে গেছেন এরা তাদের সকলকে প্রতারক ও মিথ্যাবাদী জ্ঞান করে। এদের গালমন্দ করা থেকে না হযরত মূসা (আ.) রক্ষা পেয়েছেন আর না হযরত ঈসা (আ.) আর না আমাদের নেতা ও মনিব খাতামুল আম্বিয়া (সা.)– যিনি সবচেয়ে বেশি পৃথিবীতে সংশোধনের কাজ করেছেন। তাঁর (সা.) মাধ্যমে যে-সব মৃতরা জীবন লাভ করেছে তারা আজও জীবিত আছে।

খোদা– যিনি অদৃশ্য, কেবল একটি সাক্ষী তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট কীভাবে হতে পারে? এজন্য খোদা তা'লা পৃথিবীর প্রত্যেক জাতিতে, প্রত্যেক দেশে শতসহস্র নবী প্রেরণ করেছেন। তাঁরা এরূপ সময়ে আবির্ভূত হয়েছেন যখন পৃথিবী মানুষের পাপে কলুষিত হয়ে গিয়েছিল। তাঁরা অনেক বড়ো বড়ো নিদর্শনের মাধ্যমে খোদা তা'লার অস্তিত্বের প্রমাণ দিয়েছেন এবং তাঁর মাহাত্ম্য মানুষের হৃদয়ে গ্রথিত করেছেন আর নতুনভাবে পৃথিবীকে জীবিত করেছেন। পক্ষান্তরে এরা বলে, বেদ ব্যতীত কোনো গ্রন্থই খোদা তা'লার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয় নি। নবীরা সবাই ছিলেন মিথ্যাবাদী এবং তাঁদের পুরো যুগ ছিল প্রতারণা ও ধোঁকাবাজির যুগ। অথচ বেদ এখন পর্যন্ত আর্যবর্তকে শিরক ও প্রতিমাপূজা এবং অগ্নিপূজা থেকে পবিত্র করতে পারে নি।

মোটকথা, এরা সেসব নবীকে প্রত্যাখ্যানের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করেছে যাদের সত্যতা সূর্যের ন্যায় দেদীপ্যমান। খোদা– যিনি তাঁর বান্দাদের জন্য আত্মাভিমান রাখেন, তিনি

অবশ্যই এর ফয়সালা করবেন। তিনি অবশ্যই তাঁর প্রিয় নবীদের জন্য শক্তিমত্তা প্রদর্শন করবেন। আমরা এদের প্রতি কোনো অন্যায় করছি না, বরং এরা আমাদের প্রতি অন্যায় করছে। আমরা এদের জন্য দোয়া করি, কিন্তু এরা আমাদের প্রতি তির নিক্ষেপ করে। মহাপ্রতাপান্বিত খোদার নামে শপথ করে বলছি! এরা যদি তরবারির আঘাতে আমাদের ক্ষতবিক্ষত করত তবুও তা আমাদের জন্য এতটা অসহনীয় হতো না যতটা এরা আমাদের পবিত্র নবীদের গালমন্দ করার কারণে আমাদের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয়। আমরা এসব গালি শুনে সেসব অপবিত্র-স্বভাব লোক ও দুনিয়ার কীটদের ন্যায় চাটুকারিতামূলক আচরণ প্রদর্শন করতে পারি না যারা বলে– 'আমরা এদের সকলকে ভালোবাসার দৃষ্টিতে দেখে থাকি।' তাদের পিতাদের যদি গালি দেওয়া হতো তবে তারা কখনও এরূপ বলত না। খোদা এদের ও আমাদের মধ্যে মীমাংসা করুন। এটি একটি অদ্ভুত ধর্ম। এই জাতির কাছে কি কোনো পুণ্যের আশা করা যায়? কখনও না। কেবল ইসলাম ধর্ম নয় বরং এরা সকল নবীর ভয়ানক শত্রু। তাদের গালিতে ভরা পত্রপত্রিকা আমাদের কাছে সংরক্ষিত আছে।

এখন আমি প্রকৃত বিষয়ের প্রতি ফিরে এসে বলছি, কাদিয়ানের আর্য পত্রিকায় লালা বিসম্বর দাসের ভাই লালা শরমপত-এর বরাতে লেখা হয়েছে যে, আমরা এই লেখকের পক্ষ থেকে কোনো ঐশী নিদর্শন প্রত্যক্ষ করি নি– এটি এরূপ মিথ্যা কথা যে, কারো নোংরা থেকে নোংরা আবর্জনা খেয়ে ফেলাও এরূপ মিথ্যার তুলনায় কম হবে। এসব কথা শুনে এই বিশ্বাস জন্মায় যে, এরূপ মিথ্যাবাদীর পরমেশ্বরের প্রতি ঈমান নেই এবং সে মোটেই ভয় পায় না যে, মিথ্যার পরিণাম মন্দ হতে পারে। আমি যেহেতু বেশ কয়েকটি পুস্তকে কাদিয়াননিবাসী লালা শরমপত ও লালা মালাওয়ামাল সম্পর্কে এটি লিখেছি যে, তারা আমার অমুক অমুক ঐশী নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেছে, বরং বহু নিদর্শন দেখেছে এবং সেসব গ্রন্থ এখন পর্যন্ত কোটি কোটি মানুষের মাঝে প্রচারিত হয়েছে। তাই তারা যদি আমার পক্ষ থেকে ঐশী নিদর্শন না দেখে থাকে সেক্ষেত্রে পৃথিবীতে আমার থেকে বড়ো মিথ্যাবাদী আর কে হতে পারে? আমার ন্যায় নোংরা প্রকৃতির মানুষ ও মিথ্যা রচনাকারী আর কে হতে পারে, যে কেবল প্রতারণা ও মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে তাদেরকে স্বীয় নিদর্শনের সাক্ষী আখ্যা দিয়েছে? আমি যদি আমার দাবিতে সত্য হয়ে থাকি তবে প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি এটি অনুধাবন করতে সক্ষম হবে– তারা পত্রিকা ও বিজ্ঞাপন ইত্যাদির মাধ্যমে আমাকে মিথ্যাবাদী ও প্রতারক আখ্যায়িত করার চেয়ে বেশি আমার আর কী অসম্মান হতে পারে। দূরের মানুষের জন্য আসল বিষয় জানা সম্ভব নয়, বরং অধিকাংশ লোক যারা আমার প্রতি শত্রুতা রাখে, তারা তাদেরকেই সত্যবাদী মনে করবে এবং নিজ ঘরের সাক্ষী জ্ঞান করবে আর এভাবে নিজেদের জন্য অশুভ পরিণাম ডেকে আনবে। অতএব আমি যেহেতু এই অসম্মান সহ্য করতে পারি না আর অধিকন্তু এর ফলে খোদা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জামা'তের ওপর একান্ত মন্দ প্রভাব পড়ে, তাই আমি প্রথমত লালা শরমপত ও লালা মালাওয়ামালকে সম্বোধন করে বলছি– তারা যেন আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে আমার সাথে বোঝাপড়া করে নেয়। আল্লাহ্‌র

নামে তারা শপথ করে বলুক তা-সে লিখিত হোক বা মুখোমুখি বসে যে, অমুক অমুক নিদর্শন যা নিম্নে লেখা হয়েছে, সেগুলো আমরা প্রত্যক্ষ করি নি আর আমরা যদি (এ ব্যাপারে) মিথ্যা কথা বলি তবে আল্লাহ্ আমাদের ও আমাদের সন্তানদের প্রতি এই মিথ্যার শাস্তি অবতীর্ণ করুন। সেসব ঐশী নিদর্শনের সংখ্যা অনেক, যেগুলো বারাহীনে আহমদীয়ায় লেখা হয়েছে, কিন্তু এ কসমের জন্য সব নিদর্শন লেখার প্রয়োজন নেই।

(১) লালা শরমপতের জন্য এটিই যথেষ্ট যে, প্রধানত সে আমার সেই যুগ প্রত্যক্ষ করেছে যখনকিনা সে একা, আমার সাথে কয়েকবার অমৃতসর গিয়েছিল। এছাড়া বারাহীনে আহমদীয়া প্রকাশকালীন সময়ে সে আমার সাথে কয়েকবার পাদরি রজব আলীর বাড়িতেও গিয়েছে। সে ভালো করেই জানে, সে সময় আমি একজন অপরিচিত ও অজানা মানুষ ছিলাম। আমার সাথে কারো সম্পর্ক ছিল না। সে সবিশেষ অবগত যে, বারাহীনে আহমদীয়া প্রকাশকালীন সময়ে, অর্থাৎ যখনকিনা এক বিশাল জনগোষ্ঠীর এদিকে আকৃষ্ট হবার বিষয়ে বারাহীনে আহমদীয়ায় ভবিষ্যদ্‌বাণী লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল, তখন আমি সম্পূর্ণভাবে একা ছিলাম। অতএব এখন সে কসম খেয়ে বলুক, এ ভবিষ্যদ্‌বাণী সে পূর্ণ হতে দেখেছে কি না? কসম খেয়ে বলুক যে, নিজের সহায়সম্বলহীন অবস্থায় ও অপরিচিতির যুগে পৃথিবীবাসীর সামনে কেউ অকাট্যভাবে ও নিশ্চিতরূপে এ ভবিষ্যদ্‌বাণী উপস্থাপন করবে– 'আল্লাহ্ আমাকে বলেছেন, তোমার জীবনে এমন একটি যুগ আসতে যাচ্ছে যখন তুমি অখ্যাত থাকবে না, লক্ষ লক্ষ মানুষের তোমার কাছে সমাগম হবে এবং লক্ষ লক্ষ টাকা তোমার নিকট আসবে, প্রায় পুরো পৃথিবীতে সসম্মানে তোমাকে সুখ্যাতি প্রদান করা হবে, তার দৃষ্টিতে মানুষের পক্ষে এ কাজ সাধন করা কি সম্ভব?' অতঃপর এ ভবিষ্যদ্‌বাণীকে আল্লাহ্ পূর্ণ করে দেন অথচ তিনি জানেন, সে আমার নামে মিথ্যা রটনা করেছে ও মিথ্যা বলেছে আর মিথ্যার বেসাতি করেছে। অধিকন্তু আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় ভবিষ্যদ্‌বাণী অনুযায়ী প্রত্যেক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারীকে বিফল করেন। লালা শরমপত কসম খেয়ে বলুক, সে এ ভবিষ্যদ্‌বাণী পূর্ণ হতে দেখেছে কি না? 'কোনো মিথ্যাবাদী আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে এমন ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছে আর তা পূর্ণ হয়েছে'– তার কাছে এমন কোনো দৃষ্টান্ত আছে কি? (থাকলে) তার উচিত এমন দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা।

(২) দ্বিতীয় কসম খেয়ে একথা বলুক যে, একথা কি সত্য নয়– তার ভাই বিসম্বর দাস ও ব্রাহ্মণ খুশহাল উভয়েই কোনো ফৌজদারি মামলায় সাজাপ্রাপ্ত হয়ে বন্দি হয়ে গিয়েছিল আর তখন সে আমার কাছে দোয়ার আবেদন জানিয়েছিল। আমি খোদা তা'লার কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করে তাকে এটি বলেছিলাম যে, আমার দোয়ায় বিসম্বর দাসের অর্ধেক শাস্তিন হ্রাস করা হয়েছে। দিব্যদর্শনে আমি দেখেছি, আমি সেই দপ্তরে আছি যেখানে তার শাস্তির রেজিস্টার রয়েছে। আর আমি নিজ কলম দ্বারা অর্ধেক শাস্তি কেটে দিয়েছি, কিন্তু ব্রাহ্মণ খুশহালের শাস্তি কাটি নি, বরং তার শাস্তি সম্পূর্ণই রাখি, কেননা সে আমার নিকট দোয়ার আবেদন করে নি। এছাড়া একথা কি সত্য নয় যে, এ ভবিষ্যদ্‌বাণী

শোনানোর সময় আমি একথাও বলেছিলাম– আল্লাহ্ তা'লা আমাকে নিজ ওহীর মাধ্যমে জ্ঞান প্রদান করেছেন যে, প্রধান আদালত থেকে মামলার নথি ফেরত আসবে আর বিসম্বর দাসের শাস্তি অর্ধেক হ্রাস করা হবে, কিন্তু মুক্তি প্রদান করা হবে না। আর ব্রাহ্মণ খুশহাল পুরো কারাশাস্তি ভোগ করে জেল থেকে বের হবে। এটি তখন বলেছিলাম, যখন সবেমাত্র বিসম্বর দাস ও ব্রাহ্মণ খুশহালের আপিল চীফ কোর্টে দায়ের করা হয়েছিল। পরিণাম কী হবে– তা কেউ জানত না। বরং স্বয়ং চীফ কোর্টের বিচারকগণও জানতেন না যে, তারা কী রায় প্রদান করবেন। সে সময় আমি বলেছিলাম, সেই সর্বশক্তিমান খোদা যিনি কুরআন অবতীর্ণ করেছেন তিনি আমাকে জানিয়েছেন, আমি তোমার দোয়া কবুল করেছি, আর যা ঘটবে তা হলো, চীফ কোর্ট থেকে মামলা ফেরত আসবে এবং বিসম্বর দাসের অর্ধেক সাজা দোয়ার বদৌলতে ক্ষমা করা হবে, কিন্তু মুক্তি দেওয়া হবে না। ব্রাহ্মণ খুশহাল মুক্তিও পাবে না আর তার সাজা হ্রাসও করা হবে না, যেন দোয়া গৃহীত হবার বিষয়ে একটি নিদর্শন বিদ্যমান থাকে আর অবশেষে এমনটাই ঘটেছে। কয়েক সপ্তাহ পর মামলার নথি জেলায় ফেরত আসে এবং বিসম্বর দাসের অর্ধেক সাজা মওকুফ করা হয়, কিন্তু ব্রাহ্মণ খুশহালের সাজা একদিনও কমানো হয় নি। অবশ্য তাদের উভয়ের একজনও মুক্তি লাভ করতে পারে নি। শরমপত কসম খেয়ে বলুক, একথা কি সত্য নয় যে, পরিশেষে যখন আমার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী রায় হয় তখন লালা শরমপত আমার নিকট একটি চিরকুট লিখে পাঠায় যে, আপনার পুণ্যের কারণে আল্লাহ্ তা'লা অদৃশ্যের এ বিষয়াদি আপনার কাছে প্রকাশ করেছেন ও দোয়া কবুল করেছেন।

আর লালা শরমপত কসম খেয়ে এ-ও বলুক, একথা কি সত্য নয়– এক কাল পর্যন্ত সে আমার সাথে এ মিথ্যাই বলতে থাকে যে, আমার ভাই বিসম্বর দাস মুক্ত হয়ে গেছে। তখন তৎকালীন বাটালার তহসিলদার হাফেয হেদায়েত আলী যখন প্রায় দশটার দিকে ঘটনাচক্রে কাদিয়ান আসেন তখন বিসম্বর দাস আমার বৈঠক ঘরের নীচে তার সাথে সাক্ষাৎ করে আর তিনি বিসম্বর দাসকে সম্বোধন করে বলেন, আমি আনন্দিত হয়েছি যে, তুমি জেল থেকে মুক্তি লাভ করেছ কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, তুমি নির্দোষ খালাস পাও নি। তখন আমি শরমপতকে বলি, তুমি এতদিন পর্যন্ত আমার সাথে মিথ্যা কেন বললে যে, তোমার ভাই বিসম্বর নির্দোষ খালাস পেয়ে গেছে? এর উত্তরে শরমপত বলে, আমি সত্য গোপন করেছি কারণ সত্যটা প্রকাশ করলে একটি দুর্বলতা রয়ে যায় আর ভবিষ্যতে বিয়েশাদির ক্ষেত্রে এক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে পারে এবং আত্মীয়স্বজন আমাদের বংশকে নোংরা চালচলনের দায়ে দোষারোপ করতে পারে। একথা কি সত্য নয় যে, বিসম্বর দাসের কারাশাস্তি সম্পর্কে চীফ কোর্টে যখন আপিল দায়ের করা হয় তখন এশার নামাযের সময় ছিল আর আমি ছিলাম বড়ো মসজিদে। তখন আমাদের জামা'তের বিরোধী, কাদিয়াননিবাসী আলী মোহাম্মদ নামক এক মোল্লা, যে এখনও জীবিত রয়েছে,

সে আমার নিকট এসে বলে– আপিল মঞ্জুর হয়ে গেছে আর বিসম্বর দাস মুক্তি পেয়ে গেছে। এছাড়া আরো বলে, বাজারে এই খুশিতে আনন্দের ঢল নেমেছে। তখন দুঃখের কারণে আমার যে অবস্থা হয়েছিল– তা আল্লাহ্ তা'লাই ভালো জানেন। কষ্টের আতিশয্যে আমি জীবিত নাকি মৃত, সেই অনুভূতিটুকুও আমার ছিল না। সেই অবস্থায় নামায আরম্ভ হয়ে যায়। আমি যখন সিজদায় যাই তখন আমার প্রতি এলহাম হয়

لَا تَحْزَنْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى

অর্থাৎ দুঃখ পেয়ো না, তুমিই বিজয়ী হবে। তখন আমি শরমপতকে এ ব্যাপারে অবহিত করি। যে সত্য সামনে আসে তা হলো, শুধুমাত্র আপিল গ্রহণ করা হয়েছে, একথা সত্য নয় যে, বিসম্বর দাসকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

সুতরাং শরমপত কসম খেয়ে বলুক, এ ঘটনা কি ঘটে নি? আর অপরদিকে আলী মুহাম্মদ মোল্লাকেও কসম খাওয়ার জন্য ডাকা হবে, যে একজন বিরোধী, বরং একজন চরম নোংরা বিরোধীর ভাই।

(৩) একথা কি সত্য নয়, একবার চান্দা সিং নামের একজন শিখের বিরুদ্ধে আমাদের পক্ষ থেকে দুটি গাছের জন্য বাটালা তহসিলে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল, কেননা সে বিনা অনুমতিতে আমাদের নিজস্ব জমি থেকে গাছ কেটে নিয়ে যায়। আমার দোয়া করার পর খোদা আমার দোয়া গ্রহণ করে আমার কাছে এটি প্রকাশ করেছিলেন যে, ডিক্রি (জারি) হয়ে গেছে। আমি শরমপতকে এই ভবিষ্যদ্‌বাণী জানিয়ে দিয়েছিলাম। ঘটনাক্রমে আদেশ জারির সময় আমাদের পক্ষ থেকে আদালতে কেউ উপস্থিত ছিল না, অপরদিকে বিরোধীপক্ষ উপস্থিত হয়ে গিয়েছিল। প্রায় আসরের সময় ছিল, শরমপত আমাদের মসজিদে এসে বিদ্রুপের সুরে আমাকে বলে– 'মামলা খারিজ হয়ে গেছে, ডিক্রি হয় নি।' তখন এতটা দুঃখভারাক্রান্ত হই যা আমি ভাষায় বর্ণনা করতে পারব না, কেননা খোদার সুনিশ্চিত বাণী ছিল। একজন মুশরিক আমাকে লজ্জিত করেছে– একথা ভাবতে ভাবতে আমি মসজিদে গভীর দুশ্চিন্তা নিয়ে বসে থাকি। আমার জন্য তার এই সংবাদ অস্বীকার করা সম্ভব ছিল না, কেননা প্রায় পনেরো জন হিন্দু ও মুসলমান বাটালা থেকে একই সংবাদ নিয়ে এসেছিল। তাই আমার ওপর গভীর বেদনা ছেয়ে যায়। এমন সময় অদৃশ্য হতে একটি আওয়াজ ভেসে আসে এবং তা অত্যন্ত প্রতাপান্বিত আওয়াজ ছিল। এর শব্দাবলি ছিল– "ডিক্রি হয়ে গেছে, তুমি কি মুসলমান?" অর্থাৎ তুমি কি খোদার কালামকে বিশ্বাস করো না? আমি ইতঃপূর্বে কখনও এমন আওয়াজ শুনি নি। আমি মসজিদের চতুর্দিকে ছুটতে থাকি যে, এই বিকট আওয়াজ কোন দিক থেকে আসলো? অবশেষে বুঝা গেল, এটি ফেরেশতার আওয়াজ। ইনি সেই ফেরেশতা যার অস্তিত্ব

বর্তমান যুগের অন্ধ আর্যরা অস্বীকার করে।* আমি তখনই শরমপতকে ডাকি এবং বলি– 'এখনই খোদার পক্ষ থেকে আমি এই আওয়াজ পেয়েছি।' তখন সে পুনরায় হেসে ওঠে আর বলে– 'বাটালা থেকে পনেরো-ষোলো জন মানুষ এসেছে। যাদের মাঝে কিছু হিন্দু, কয়েকজন শিখ এবং কিছু মুসলমান রয়েছে; এছাড়া তাদের কয়েকজন এখন বাজারে উপস্থিত রয়েছে। তারা সবাই মিথ্যা বলবে– এটি কীভাবে সম্ভব?' একথা বলে সে চলে গেল। তখন সে আমাকে এক উন্মাদের মতো মনে করে। চরম অস্থিরতার মাঝে আমার রাত কাটে। সকাল হতেই আমি স্বয়ং বাটালা যাই। তহসিলদার হাফেয হেদায়াত আলী তহসিল অফিসে উপস্থিত ছিল না, বরং মিথরা দাস নামের তার সেরেশতাদার উপস্থিত ছিল; যে হয়ত এখনও বেঁচে আছে। আমি তার কাছে জানতে চাই, 'আমাদের মামলা কি খারিজ হয়ে গেছে?' সে উত্তরে বলে– 'না, বরং ডিক্রি হয়ে গেছে।' আমি বললাম– 'কাদিয়ানের পনেরো-ষোলো জন মানুষ যারা বিপক্ষ দল এবং এর সাক্ষী ছিল, সবাই গিয়ে একথাই বর্ণনা করেছে যে, মামলা খারিজ হয়ে গেছে।' সে উত্তর দেয়– 'এক অর্থে তারাও মিথ্যা বলে নি। বিষয় হলো, তহসিলদারের রায় লেখার সময় আমি উপস্থিত ছিলাম না। কোনো কাজে বাইরে গিয়েছিলাম অথবা সম্ভবত একথা বলেছিল, আমি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গিয়েছিলাম। তহসিলদার নতুন এসেছিল এবং জটিল মামলাগুলোর ব্যাপারে তার জানা ছিল না। রায় লেখার সময় বিরোধী পক্ষ কমিশনার সাহেবের একটি রায় তার সামনে উপস্থাপন করেছিল। তাতে কমিশনার সাহেবের এই আদেশ ছিল– যেহেতু এই কৃষিজমি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত তাই তাদের নিজ নিজ জমির বৃক্ষ প্রয়োজনে কেটে ফেলার অধিকার রয়েছে; মালিকের এতে কিছু বলার অধিকার নেই। তহসিলদার এই রায় দেখে মামলা খারিজ করে দেন আর আমি যখন আসি তখন তিনি আমাকে নিজের লেখা সেই রায়টি দিয়ে বলেন– এটিকে নথিভুক্ত করো। আমি (সেটি) পড়ে বলি– 'জমিদাররা আপনাকে ধোঁকা দিয়েছে, কেননা তারা যে রায় উপস্থাপন করেছে সেটি (রবার্ট ক্লাইভ) ফিনানশিয়াল সাহেবের নির্দেশে রহিত হয়ে গেছে। সেই নির্দেশের কারণে কোনো কৃষক উত্তরাধিকারসূত্রে

***টীকা:** *অজ্ঞ আর্যরা বলে, খোদার কোনো পত্রবাহকের কী প্রয়োজন? অর্থাৎ তিনি ফেরেশতাদের মুখাপেক্ষী নন? অতএব একথা সত্য যে, খোদা কোনোকিছুর মুখাপেক্ষী নন, কিন্তু তাঁর বিধান হলো, তিনি বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করেন। আর বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে কাজ করা তাঁর সাধারণ প্রাকৃতিক বিধানের অন্তর্ভুক্ত। লক্ষ করে দেখো, তিনি বাতাসের সাহায্যে কান পর্যন্ত শব্দ পৌঁছান। কাজেই দৈহিক বিধানের সাথে তাঁর এই আধ্যাত্মিক কর্ম একেবারে সামঞ্জস্যপূর্ণ– অর্থাৎ তিনি আধ্যাত্মিক কান পর্যন্ত নিজের আওয়াজ ফেরেশতাদের সাহায্যে পৌঁছান যারা বাতাসের স্থলাভিষিক্ত। দৈহিক ও আধ্যাত্মিক উভয় বিধান পরস্পরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া আবশ্যক আর পবিত্র কুরআনও এই প্রমাণই উপস্থাপন করেছে। –লেখক*

হোক বা না হোক, মালিকের অনুমতি ছাড়া নিজের জমির বৃক্ষ কাটতে পারবে না।' আর আমি নথি থেকে (বের করে) তাকে সেই রায়টি দেখাই। তখন তহসিলদার সঙ্গে সঙ্গে নিজের প্রথম আদেশটি ছিঁড়ে ফেলেন এবং টুকরো টুকরো করে ফেলে দেন। দ্বিতীয় রায়ে ডিক্রি লিখে দেন এবং (মামলার) সমস্ত ব্যয়ভার বিবাদীদের স্কন্ধে অর্পণ করেন। দ্বিতীয় পক্ষ তো সানন্দে নিজেদের পক্ষে রায় শুনে কাদিয়ানে চলে গিয়েছিল। তারা এই দ্বিতীয় রায় সম্পর্কে জানতো না। তারা যা জানত, সেটাই প্রকাশ করেছে।'

মোটকথা, আমি ফিরে এসে এসব বিষয় শরমপতকে অবহিত করি এবং চাষাবাদকারীরা নিজেদের অলিক আনন্দ সম্পর্কে অবগত হয়। কাজেই লালা শরমপত যদি এই নিদর্শনকেও অস্বীকার করে তাহলে (তার) কসম খেয়ে বলা উচিত– 'এমন কোনো ঘটনা ঘটে নি, আর এমন বক্তব্য সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা।' আমি বিশ্বাস করি, কাদিয়ানে অনেকেই এখনও বেঁচে আছে– যারা এই নিদর্শন দেখেছে।

এছাড়া আরো অসংখ্য এমন ঐশী নিদর্শন রয়েছে যার চাক্ষুষ সাক্ষী লালা শরমপত। সে তো কঠিন বিপদে পড়েছে। আর্যসমাজিরা তাকে দিয়ে আর কত অস্বীকার করাবে!

(৪) লালা শরমপত কসম খেয়ে বলুক, একথা কি সত্য নয়– 'যখন নবাব মুহাম্মদ হায়াত খান সি.এস.আই বরখাস্ত হয়েছিলেন এবং নির্দোষ প্রমাণিত হবার কোনো আশাই ছিল না; তখন তিনি আমার কাছে দোয়ার আবেদন করেছিলেন। এমন পরিস্থিতিতে আমার খোদা জানিয়েছিলেন– তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হবেন। আমি দিব্যদর্শনে তাকে আদালতের চেয়ারে উপবিষ্ট দেখেছিলাম এবং একথা আমি তাকে বলেও দিয়েছিলাম, শুধু তাকেই নয় বরং অনেককেই বলেছিলাম যাদের মাঝে আর্যসমাজি কিশন সিং-ও এর সাক্ষী। একথা যদি সত্য না হয় তাহলে সে শপথ করে বলুক।'

(৫) এরপর লালা শরমপত শপথ করে বলুক, একথা কি সত্য নয়– পণ্ডিত দয়ানন্দ যখন পাঞ্জাবে এসে অনেক শোরগোল করে এবং নিজের পুস্তক 'সত্যার্থ প্রকাশ'-এ খোদার সম্মানিত নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) এবং পবিত্র কুরআনের অবমাননা করে আর খোদার সকল পবিত্র নবীকে 'ভেজাল স্বর্ণ' আখ্যায়িত করে, তখন আমি শরমপতকে বলি– 'খোদা আমাকে জানিয়েছেন এখন তার মৃত্যুর দিন নিকটবর্তী।' সে অচিরেই মারা যাবে, কেননা তার হৃদয় মরে গেছে। অতএব সে এই ভবিষ্যদ্‌বাণীর পর মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই আজমীর-এ মারা যায় এবং নিজের অপূর্ণ স্বপ্ন নিয়ে গোরস্থ হয়।

(৬) এছাড়াও শরমপত শপথ করে বলুক, একথা কি সত্য নয়– একবার তাকে এবং মালাওয়ামালকে ভোরবেলা এই এলহাম শোনানো হয়েছিল– 'আজকে আরবাব সরওয়ার খান নামের এক ব্যক্তির (কাছ থেকে) রুপি আসবে এবং সে আরবাব মুহাম্মদ লস্কর খানের আত্মীয় হবে।' তখন মালাওয়ামাল সময়মতো ডাকঘরে যায় এবং সংবাদ নিয়ে আসে যে, সরওয়ার খানের (পক্ষ থেকে) এই পরিমাণ অর্থ এসেছে, কিন্তু সাথে

সাথে (সে) আপত্তি করে বলে– 'কীভাবে বুঝব যে, ইনি ঐ লোকের আত্মীয়?' তখন বিষয়টি স্পষ্ট করার লক্ষ্যে তার সামনেই মরদানে বাবু এলাহী বখশ অ্যাকাউন্ট্যান্ট-এর নামে পত্র লেখা হয়েছিল, যে বর্তমানে আমার চরম বিরোধী। (এরপর) উত্তর আসে– 'আরবাব সরোয়ার খান, আরবাব মুহাম্মদ লস্কর খানের পুত্র।'

(৭) এছাড়া একথা কি সত্য নয়– একবার আমার প্রতি এই এলহাম হয়েছিল,

اے عمی بازی خویش کردی و مرا افسوس بسیار دادی

[অর্থ: হে চাচা! তুমি তোমার খেলা সমাপ্ত করলে (অর্থাৎ তোমার আয়ুস্কাল পূর্ণ করেছ) আর আমাকে দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে গেলে।] আর সেদিনই শরমপতের বাড়িতে এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল যার নাম সে 'আমীন চাঁদ' রাখে। সেই দিনগুলোতে আমার প্রয়াত ভাই গোলাম কাদের অসুস্থ ছিল। আমি লালা শরমপতকে বলি– 'আজ আমার প্রতি এই এলহাম হয়েছে যা আমার ভাইয়ের মৃত্যুর প্রতি ইঙ্গিত করছে আর এলহামের দৃষ্টিকোণ থেকে এই বাক্যটি আমার (বড়ো) পুত্র সুলতান আহমদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে অথবা হতে পারে তোমার পুত্রের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যার নাম তুমি 'আমীন চাঁদ' রেখেছ।*

আমার বলার সাথে সাথেই লালা শরমপত বাড়িতে গিয়ে তার পুত্রের নাম পরিবর্তন করে 'আমীন চাঁদ'-এর পরিবর্তে 'গোকুল চাঁদ' রাখে; যে এখনও জীবিত আছে। অপরদিকে (এলহামের) কয়েকদিন পরই আমার ভাই মারা যায়। এছাড়া লালা শরমপতের কাছে কসম খেয়ে এ বিষয়টিও জিজ্ঞেস করা উচিত যে, একথা কি সত্য নয়– গুরুদাসপুরে করম দ্বীন নামের এক ব্যক্তি এক্সট্রা অ্যাসিসট্যান্ট (ম্যাজিস্ট্রেট) আত্মা রাম-এর আদালতে যখন আমার বিরুদ্ধে মানহানীর মামলা দায়ের করেছিল তখন আমি লালা শরমপতকে বলেছিলাম,

খোদা তা'লা আমাকে সংবাদ দিয়েছেন– 'অবশেষে আমি এই মামলায় নির্দোষ প্রমাণিত হবো, কিন্তু করম দ্বীন শাস্তি পাবে।' এটি সে সময়ের সংবাদ যখন সকল

টীকা: *যদিও আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম, এই এলহাম আমার প্রয়াত ভাই মির্যা গোলাম কাদের-এর মৃত্যু সম্পর্কে ছিল আর একথাই আমি আমার কতক আত্মীয়কেও বলেছিলাম, এমনকি আমার প্রয়াত ভাইকেও বলেছিলাম, যার ফলে তিনি অনেক দুঃখভারাক্রান্ত হন আর ওনাকে বলার পর আমি অনুশোচনা করি যে, আমি তাকে কেন বলতে গেলাম? কিন্তু শরমপত যখন আমাকে সংবাদ দিল যে, আমি আমার পুত্রের নাম 'আমীন চাঁদ' রেখেছি তখন ঐশী নিয়তি অনুযায়ী আমার মুখ থেকে এই বাক্য নির্গত হয় যে, 'আমী'-র অর্থ 'আমীন চাঁদ'-ও হতে পারে, কেননা হিন্দুরা 'আমীন চাঁদ'-এর নামকে সংক্ষেপ করে 'আমী' বলেও ডেকে থাকে। তখন তার হৃদয়ে চরম ভীতি সঞ্চারিত হয় আর সে (তৎক্ষণাৎ) বাড়িতে গিয়ে নিজের পুত্রের নাম 'আমীন চাঁদ'-এর স্থলে 'গোকুল চাঁদ' রাখে। –লেখক*

লক্ষণ ছিল এই (ভবিষ্যদ্‌বাণীর) বিপরীত এবং বিচারকের রায় ছিল আমার বিরুদ্ধে। অতএব মামলার বিচারক আত্মা রাম শুনানির সময় অত্যন্ত কঠিন রায় প্রদান করে, আর আমাদেরকে সাতশ রুপি জরিমানা করে এবং রায় লিখতে গিয়ে চূড়ান্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে। এরপর আমার ভবিষ্যদ্‌বাণী অনুযায়ী, ডিভিশনাল জজ সাহেবের বিভাগ থেকে সেই আত্মা রামের আদেশ রহিত করা হয় আর উল্লিখিত মহোদয় আমাকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে নির্দোষ খালাশ দিয়ে নিজের রায়ে লিখেন– "আপিলকারী (অর্থাৎ আমি) করম দ্বীন সম্পর্কে যে-সব শব্দ ব্যবহার করেছে অর্থাৎ 'কাযযাব' ও 'লাঈম'* শব্দের মাধ্যমে করম দ্বীনের সামান্য পরিমাণও মানহানী হয় নি, বরং এসব শব্দের চেয়ে আরো কঠিন কোনো শব্দও যদি তার সম্পর্কে ব্যবহার করা হতো, তবুও সে এর যোগ্য ছিল।"

এভাবে আমার অনুকূলে রায় হয়, কিন্তু করম দ্বীনের বিরুদ্ধে পঞ্চাশ রুপি জরিমানা বহাল থাকে। এই ভবিষ্যদ্‌বাণী আমি শুধু লালা শরমপতকেই বলি নি, বরং এই মামলার কোনো যখন অস্তিত্বই ছিল না তখন আমি আমার আরবী ভাষায় রচিত পুস্তক 'মওয়াহেবুর রহমান'-এ এই ভবিষ্যদ্‌বাণীটি প্রকাশ করেছিলাম। কাজেই কারো পক্ষে একে অস্বীকার করা সম্ভব নয়।**

উদাহরণস্বরূপ আমি এখন এই কয়েকটি ভবিষ্যদ্‌বাণী উপস্থাপন করছি, আর আমি খোদা তা'লার কসম খেয়ে বলছি, এসব বর্ণনা সত্য এবং লালা শরমপত বহুবার এসব শুনেছে। আমি যদি মিথ্যা বলে থাকি, তাহলে খোদা তা'লা এক বছরের মধ্যে আমার ও আমার পুত্রদের ওপর শাস্তি অবতীর্ণ করুন, আমীন।

وَ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ

(আর মিথ্যাবাদীদের ওপর আল্লাহ্ তা'লার অভিসম্পাত –অনুবাদক)। একইভাবে শরমপতেরও উচিত, সেও যেন আমার শপথের বিপরীতে কসম খেয়ে বলে যে, আমি যদি এই কসম খেতে গিয়ে মিথ্যা বলে থাকি তাহলে খোদা তা'লা এক বছরের মধ্যে আমার ও আমার সন্তানদের ওপর শাস্তি আপতিত করুন, আমীন।

** টীকা:* *করম দ্বীনের বিবৃতি ছিল, 'কাযযাব' সেই ব্যক্তিকে বলা হয়, যে চরম মিথ্যাবাদী এবং সর্বদা মিথ্যা বলে। আর 'লাঈম' এমন জারজ সন্তানকে বলা হয়, যার বংশে ধারাবাহিকভাবে এ রীতি চলে আসছে। সে এই যুক্তির স্বপক্ষে কতিপয় পুস্তকও দেখায়, কিন্তু ডিভিশনাল জজ বলেন, যদি এসব শব্দের চেয়ে কঠিনতর শব্দও ব্যবহার করা হতো, তাতেও করম দ্বীনের সামান্যতম অসম্মানও হতো না। অর্থাৎ তার অবস্থার নিরিখে এসব শব্দ কিছুই না। –লেখক*

*** টীকা: এই ভবিষ্যদ্‌বাণী কেবল মওয়াহেবুর রহমানেই নয়, বরং আল-হাকাম ও আল-বদর পত্রিকায়ও ঘটনা সংঘটিত হবার পূর্বেই প্রকাশ করা হয়েছিল। –লেখক*

*وَلَعۡنَةُ اللّٰهِ عَلَى الۡكَاذِبِيۡنَ

এটি শরমপত সম্পর্কে লেখা হয়েছে। কিন্তু তার বন্ধু মালাওয়ামালও এতে অন্তর্ভুক্ত। তারও এ বিষয়ে কসম খেয়ে বলা উচিত, আমি কি তাকে আমার পিতার মৃত্যুর পর اَلَيۡسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبۡدَهٗ এলহামটি আংটিতে খোদাই করার জন্য অমৃতসর পাঠাই নি? আর পাঁচ রুপি মজুরি দিয়ে সে কি সেই আংটি বানিয়ে নিয়ে আসে নি? সে-যুগে এতটা উন্নতি, মান-মর্যাদা আর আমার প্রতি সৃষ্টিকুলের আকৃষ্ট হবার নামগন্ধও ছিল কি? এসব ভবিষ্যদ্‌বাণী কি তাকে বলা হয় নি? যে উদ্দেশ্যে তাকে পাঠানো হয়েছিল, অর্থাৎ তাকে একথা বলা হয়েছিল– খোদা তা'লার পক্ষ থেকে আমি এই সংবাদ লাভ করেছি, 'শনিবার সূর্যাস্তের পর আমার পিতা মৃত্যুবরণ করবেন। আর (এ কারণে) তোমার দুঃখভারাক্রান্ত হওয়া উচিত নয়, কেননা আমি তোমার অভিভাবক হিসেবে থাকব আর তোমার প্রয়োজনাদি পূরণে আমিই যথেষ্ট।' আর এটি আনুমানিক ৩৫ বা ৩৬ বছর বয়সের এলহাম যখন আমি অজানা-অপরিচিত অবস্থায় নির্ভৃত কোণে সেভাবে পড়েছিলাম, যেভাবে মণিমুক্তার একটি টুকরা সমুদ্রের তলদেশে লুকানো থাকে।

দ্বিতীয়ত, (সে) এটি বলুক– সে একবার যক্ষা রোগে আক্রান্ত হয়েছিল কিনা? তখন সে এই স্বপ্নও দেখেছিল যে, একটি বিষাক্ত সাপ তাকে দংশন করেছে এবং সারা শরীর ফুলে গেছে। একথা কি সত্যি নয় যে, সে আমার কাছে এসে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল এবং দোয়ার অনুরোধ করেছিল? তখন আমি তার জন্য দোয়া করেছিলাম এবং খোদা তা'লার পক্ষ থেকে এই এলহাম হয়েছিল, قُلۡنَا يَا نَارُ كُوۡنِىۡ بَرۡدًا وَّسَلَامًا অর্থাৎ, হে যক্ষার অগ্নি! শীতল হয়ে যাও। আর এই এলহাম তাকে শোনানো হয়েছিল। এর কিছুদিনের মধ্যেই সে আরোগ্য লাভ করেছিল।

আমি খোদা তা'লার নামে শপথ করে বলছি, এই কথাগুলো সত্য। আর এগুলো যদি মিথ্যা হয় তাহলে খোদা তা'লা যেন এক বছরের মধ্যে আমার এবং আমার ছেলেদের ওপর ধ্বংস অবতীর্ণ করেন এবং মিথ্যার জন্য শাস্তি প্রদান করেন, আমীন।

وَلَعۡنَةُ اللّٰهِ عَلَى الۡكَاذِبِيۡنَ

একইভাবে মালাওয়ামালেরও ক্ষণভঙ্গুর এই জগৎকে ভালোবাসা উচিত নয়। সে যদি এসব কথা অস্বীকার করে তাহলে আমার মতো শপথ করে বলুক– "এসব মিথ্যা কথা, আর এগুলো যদি সত্য হয় তবে এক বছরের মধ্যে আমার ওপর এবং আমার সকল সন্তানসন্ততির ওপর আল্লাহ্ তা'লার শাস্তি অবতীর্ণ হোক, আমীন।"

***টীকা:** *এই অভিশাপমূলক বাক্যটি শর্তসাপেক্ষ, অর্থাৎ আমার এই দোয়ার বিপরীতে শরমপতকেও নিজের সম্পর্কে উক্ত বাক্যেই বদদোয়া করে কোনো পত্রিকায় ছাপিয়ে দিতে হবে। –লেখক*

وَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ*

স্মরণ রাখবেন! এই লোকেরা এভাবে কসম খাবে না, বরং সত্য গোপনের পন্থা অবলম্বন করবে এবং সত্যকে (গলা টিপে) হত্যা করার চেষ্টা করবে। তবুও আমি আশা করি, সত্য গোপন করলেও আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে শাস্তি না দিয়ে ছাড়বেন না,** কেননা খোদা তা'লার ভবিষ্যদ্‌বাণীর অবমাননা করা খোদাকে অসম্মান করারই নামান্তর।

মালাওয়ামাল এই দোষেও দোষী যে, সে এ সবকিছু দেখেও বিরুদ্ধাচরণ করে নিজের সর্বশক্তি দিয়ে বিরোধিতার আতিশয্যে একটি বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে প্রকাশ করেছিল, যার পর দশ বছর পার হয়ে গেছে। আমার কাছে আসতে এবং কোনো প্রকার আর্থিক সহযোগিতা করতে সে মানুষকে বাধাও প্রদান করেছিল। তার এই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির এই ফল প্রকাশ পায় যে, তার বিজ্ঞাপন প্রকাশের পর কয়েক লক্ষ মানুষ আমার সাথে যোগ দিয়েছে এবং কয়েক লক্ষ রুপি এসেছে। তা সত্ত্বেও সে খোদার ক্ষমতাকে অনুভব করে নি।

পরিশেষে একথা লেখা অত্যন্ত আবশ্যক বলে মনে করছি, পণ্ডিত দয়ানন্দ আর্যসমাজিদের সামনে যে পরমেশ্বরকে উপস্থাপন করেছে, সে এমন এক পরমেশ্বর– যার থাকা বা না থাকা সমান, কেননা কোনো ব্যক্তি স্বীয় উচ্ছৃঙ্খল ও পাপাচারপূর্ণ জীবন থেকে তওবা করে তার এই প্রথম জনমে মুক্তি লাভ করতে চাইলে তাকে তার তওবা এবং পবিত্র পরিবর্তনের কারণে মুক্তি প্রদান করবে– সেই ক্ষমতা সে রাখে না। বরং আর্যনীতি অনুযায়ী অন্য কোনো জন্মে পুনরায় পৃথিবীতে তার আগমন করা অপরিহার্য, তা সে মানব চক্র থেকে বেরিয়ে কুকুর হোক বা বানর বা শূকরই হোক না কেন– হতেই হবে। এই পরমেশ্বরকে দয়ালু এবং সর্বশক্তিমান বলা হয়। আমি বুঝি না, মানুষকে যদি নিজ প্রচেষ্টাতেই সবকিছু করতে হয়, তাহলে কী কারণে পরমেশ্বরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

*** টীকা:** *একথা সত্য যে, একবার মালাওয়ামাল তার বিজ্ঞাপনে আমার নিদর্শনাবলি দেখার বিষয়টি অস্বীকার করেছিল, কিন্তু এই অস্বীকারে কিছু যায় আসে না। অধিকাংশ মানুষ স্বার্থের খাতিরে দু-চার টাকার বিনিময়ে আদালতে সাক্ষ্য দেবার সময় মিথ্যার আবর্জনা ভক্ষণ করে থাকে। আমি যা লিখেছি, এর সবকিছুর ভিত্তি এই শপথের ওপর। এই লোকেরা যদি খোদা তা'লাকে ভয় না করে স্বজাতিকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে এ ধরনের শপথ করে বসে তবে তারা বুঝতে পারবে যে, খোদা আছেন। –লেখক*

**** টীকা:** *আর তারা যদি সত্য হুবহু প্রকাশ করে দেয় তাহলে আমি প্রচণ্ড আশাবাদী যে, তারা খোদার পক্ষ থেকে এর উত্তম প্রতিদান এবং কল্যাণ লাভ করবে। কিন্তু কেউ মিথ্যা বলে সত্যকে পর্দাবৃত করার চেষ্টা করলে, খোদা তা'লা আদৌ তা পছন্দ করেন না, কেননা এর মাধ্যমে সে খোদা তা'লার সম্মান ও প্রতাপের ওপর আঘাত হানে, তাই পরিশেষে খোদা তাকে পাকড়াও করেন। –লেখক*

করা হবে। অথচ আমরা দেখি, মানুষের জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে এমন সময়ও আসে যখন, সে কিছুটা হলেও প্রবৃত্তির তাড়না ও কামনা-বাসনার দাসত্ব করে থাকে। অথবা নিদেনপক্ষে কিছুটা হলেও সকল পাপের জননী তথা শৈথিল্যের শিকার হয়। আর এটা মানুষের প্রকৃতিগত বিষয় অর্থাৎ সে দৈহিক দিক থেকেই হোক বা আধ্যাত্মিকভাবেই হোক– প্রথমে দুর্বল হয়েই জন্মে। অতঃপর খোদা তা'লার কৃপা ও অনুগ্রহ যদি তার সহায় হয় তাহলে ধীরে ধীরে পবিত্রতার সোপান মাড়াতে থাকে। অতএব এ কেমন পরমেশ্বর– যার কিনা মানুষের স্বভাবেরও জ্ঞান নাই! এভাবে যদি মুক্তি লাভ করতে হয় তবে মুক্তির মর্ম জানা হয়ে গেছে। এই পরীক্ষার জন্য আমরা কেবল একজন আর্যসমাজিকেই সম্বোধন করছি না, দুই বা তিনজনকেও নয় বরং একান্ত দৃঢ় বিশ্বাস এবং পূর্ণ অন্তর্দৃষ্টির ভিত্তিতে বলছি, আমাদের মুখোমুখি দুই হাজার, দশ হাজার কিংবা বিশ হাজার অথবা দৃষ্টান্তস্বরূপ এক লক্ষ আর্যসমাজি দাঁড়িয়ে শপথ করে বলুক– তাদের জীবন কি এত পবিত্র যে, কোনো প্রকার পাপ তাদের দ্বারা সংঘটিত হয় নি? এছাড়া আর্যনীতি অনুযায়ী তারা কি নিশ্চিত যে, তারা মৃত্যু হতেই মুক্তি পেয়ে যাবে? এছাড়া সৃষ্টিকুলের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, এক বিন্দু পানির সাথে নদীর যে তুলনা, মানুষের সংখ্যার সাথে অন্যান্য সৃষ্টিকুলের এই তুলনাও চলে না কেননা সেসব অগণিত প্রাণী যা স্থলে ও জলে বিদ্যমান সেগুলো ছাড়াও বহু অদৃশ্য জীব বায়ুমণ্ডলে এবং পানিতে বিদ্যমান রয়েছে, যাদেরকে দেখা যায় না। গবেষণা দ্বারা প্রমাণিত যে, এক বিন্দু পানিতে কয়েক হাজার জীবাণু থাকে। অতএব এ দ্বারা প্রমাণ হয়, এত দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও পরমেশ্বর মুক্তি দানের জন্য এমন এক অর্থহীন কাজ করেছেন, যেন কাজের কাজ কিছুই করেন নি। এথেকে এই ফলাফল বের হয়, পরমেশ্বরের আদৌ কোনো ইচ্ছা নাই যে, কোনো ব্যক্তি মুক্তি লাভ করুক বা এটি বলতে পারো, সে মুক্তি দেবার ক্ষমতাই রাখে না। একথাই সঠিক হবার সম্ভাবনা বেশি, কেননা যদি ক্ষমতা রাখত তাহলে স্থায়ীভাবে মুক্তি দিতে না পারার আর অন্য কোনো কারণ থাকতে পারে না। অনুরূপভাবে তার দয়ালু ও সর্বশক্তিমান হওয়া সত্ত্বেও কিছুই বোধগম্য নয় যে কেন সে এত খিটমিটে স্বভাবের যে, এক তিল পরিমাণ পাপকেও ক্ষমা করতে পারে না আর একটি পাপের কারণে কোটি কোটি জন্মান্তরে প্রবেশ না করানো পর্যন্ত সন্তুষ্ট হয় না। এমন পরমেশ্বরের কাছ থেকে কল্যাণের আর কিবা আশা করা যেতে পারে? যখন একজন ভদ্র মানুষ অপরাধীদের অপরাধ, তাদের তওবা এবং ক্ষমার আবেদনের প্রেক্ষিতে ক্ষমা করতে পারেন এবং মানব প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য হলো, কোনো পাপীর অনুতাপ ও আহজারির কারণে তার অপরাধ ক্ষমা করে দেয়, তাহলে সেই খোদা– যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন– তিনি কি এই বৈশিষ্ট্য বা গুণ থেকে রিক্তহস্ত? নাউযুবিল্লাহ্ কখনও নয়, কখনও নয়।

অতএব এটা আর্যসমাজিদের ভ্রান্তি যে, সেই খোদা, যাকে তারা দয়ালুও বলে এবং সর্বশক্তিমানও জ্ঞান করে, তাকে এই সুমহান বৈশিষ্ট্য বা গুণ থেকে বঞ্চিত আখ্যায়িত করে।

স্মরণ রাখা প্রয়োজন! মানুষ– যে কিনা আপাদমস্তক দুর্বলতায় নিমজ্জিত, খোদা তা'লার মাগফিরাত বা মার্জনার গুণ ব্যতীত আদৌ নাজাত বা মুক্তি লাভ করতে পারে না। আর খোদা তা'লার মাঝে যদি মাগফিরাত বা মার্জনার বৈশিষ্ট্য না থাকে তাহলে মানুষের মাঝে (এই বৈশিষ্ট্য) কোথা থেকে এলো? স্মরণ রেখো! নাজাত বা মুক্তি না পাওয়া একপ্রকার মৃত্যুতুল্য। একইভাবে প্রকৃত তওবা করাও একপ্রকার মৃত্যুর নামান্তর। অতএব মৃত্যুর চিকিৎসা হলো মৃত্যু। সেই খোদা– যিনি সবকিছু করার ক্ষমতা রাখেন, তিনি আমাদের এই মৃত্যুর কোনো চিকিৎসা রাখেন নি? আমরা কি বিনা চিকিৎসায়ই মৃত্যুবরণ করব? কখনও না। পৃথিবী সৃষ্টির সময় থেকেই চিকিৎসার সূচনা হয়েছে। আক্ষেপের সাথে বলতে হচ্ছে যে, খ্রিষ্টান ও আর্যরা এই বিশ্বাসের ক্ষেত্রে অভিন্ন পথ নিয়েছে। পার্থক্য কেবল এতটুকুই যে, খ্রিষ্টানরা মানুষের পাপের ক্ষমার জন্য একজন নবীর রক্তের প্রয়োজনের কথা বলে অর্থাৎ তিনি যদি মৃত্যুবরণ না করতেন তবে পাপের ক্ষমা হতো না। কিন্তু যদি প্রমাণ হয় যে, তাকে হত্যা করা হয় নি, যেমনটি আমি প্রমাণও করেছি আর বিষয়টি দালিলিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, হযরত ঈসা (আ.) স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন এবং পৃথিবীর একাংশ জানে যে, কাশ্মীরে তাঁর (আ.) সমাধি বিদ্যমান; এমতাবস্থায় কাফফারা বা প্রায়শ্চিত্ববাদের যাবতীয় খোঁড়া যুক্তি অকেজো হয়ে যায়। অপরদিকে আর্যরা তাদের পরমেশ্বরকে পাপ ক্ষমা করতে অপারগ বলে মনে করে। আর্যসমাজি ও খ্রিষ্টানরা উভয়েই এই সমধর্মবিশ্বাস লালন করে যে, খোদা পাপীদেরকে তাদের অনুশোচনা এবং তওবা করা সত্ত্বেও মার্জনা করতে পারেন না। অধিকন্তু আর্যরা কেবল এখানেই ক্ষান্ত হয় নি বরং পরমেশ্বর যে মানুষের স্রষ্টা এবং মানুষের সমস্ত আধ্যাত্মিক ও দৈহিক শক্তির উৎস, সেই বৈশিষ্ট্য থেকেও তাঁকে বঞ্চিত মনে করে আর এভাবে পরমেশ্বরকে শনাক্ত করার দ্বারও তাদের জন্য রুদ্ধ। কেননা বেদ অনুসারে, পরমেশ্বরের ঐশী নিদর্শন প্রদর্শন এবং তার মাধ্যমে নিজ অস্তিত্ব প্রমাণের বৈশিষ্ট্য নেই। অপরদিকে তিনি আত্মা এবং বস্তুজগতেরও স্রষ্টা নন। অতএব উভয় দিক থেকে আর্য ধর্মমতে পরমেশ্বরের সন্ধান পাওয়া অসম্ভব। এতদ্ব্যতীত যে ধর্মীয় শিক্ষা নিয়ে গর্ব করা হয়, তার স্বরূপ উপলব্ধির জন্য 'নিয়োগ'-এর বিষয়টি একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কোনো ভদ্রলোকের রুচি কি এটি সহ্য করতে পারবে যে, তার জীবদ্দশাতেই তার স্ত্রী বিনা তালাকে পরপুরুষের সাথে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করবে?

এতদ্ব্যতীত মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই যে চিরস্থায়ী মুক্তির বাসনা রাখে, আর তার প্রকৃতিতে এটি যে গ্রথিত করে দেওয়া হয়েছে, সে চিরস্থায়ী আনন্দ ও আরাম-আয়েশের সন্ধান করে; এই ধর্ম সেই চিরস্থায়ী মুক্তিতে বিশ্বাস করে না। অধিকন্তু নিজেদের পরমেশ্বর সম্পর্কে এই বিশ্বাস রাখে যে, তিনি একটি সীমিত সময় পরে তার বান্দাদেরকে মুক্তিখানা থেকে বাইরে বের করে দেন। এর কারণ হিসেবে তারা এই যুক্তি উপস্থাপন করে যে, পৃথিবী যেহেতু চিরকাল থেকে চলে আসছে আর পরমেশ্বর আত্মার স্রষ্টা নন, কাজেই পরমেশ্বরের

জন্য এটি একটি সংকট বলা যায় কেননা তিনি যদি সকল আত্মাকে স্থায়ীভাবে মুক্তি দান করেন তবে এ জগতের ব্যবস্থাপনা মুখ থুবড়ে পড়বে আর কোনো একদিন পরমেশ্বর নিষ্ক্রিয় ও অকেজো হয়ে যাবেন, কেননা প্রত্যেক আত্মা– যা চিরমুক্তি লাভ করে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে– তা যেন (এক অর্থে) পরমেশ্বরের হাতছাড়া হয়ে গেল। অতএব এভাবে যখন আত্মাগুলো ফুরিয়ে যেতে থাকে তখন পরমেশ্বর কোনো আত্মা সৃষ্টিতে অপারগ হবার কারণে এবং আসার পথও যেহেতু পুরোপুরি রুদ্ধ তাই আবশ্যিকভাবে এমন একদিন আসবে যখন পরমেশ্বরের হাতে পৃথিবীতে পাঠানোর জন্য আর একটিও রূহ বা আত্মা অবশিষ্ট থাকবে না। কাজেই পরমেশ্বর একথা ভেবে সতর্কতামূলকভাবে আত্মাকে চিরমুক্তি দেবার বিষয়ে সম্পূর্ণ অস্বীকৃতি জানান এবং ধাক্কা দিয়ে মুক্তিখানা থেকে বের করে দেন।

এক্ষেত্রে কতক নির্বোধ আর্য নিতান্তই চতুরতার আশ্রয় নিয়ে একথাও বলে যে, মানবীয় কর্ম যেহেতু সীমিত, তাই মুক্তিও সীমিত রাখা হয়েছে, কিন্তু তারা প্রতারিত হয় বা প্রতারিত করে, কেননা মানুষের প্রকৃতিতে চিরস্থায়ী আনুগত্য প্রোথিত রয়েছে। পুণ্যবান লোকেরা কখনও বলে না যে, এতটা সময় পার হবার পর আমরা খোদা তা'লার ইবাদত বন্দেগি ছেড়ে দেবো। বরং তাদের যদি অনন্ত আয়ুও দেওয়া হয় তবুও তারা খোদা তা'লার আনুগত্য ও বন্দেগি করতে থাকবে। এমতাবস্থায় তারা যদি দ্রুত মারা যায় তাহলে তাদের কী দোষ! তারা সীমিত আনুগত্য নয় বরং চিরকাল আনুগত্যের সদিচ্ছা লালন করে আর সবকিছু নির্ভর করে নিয়তের ওপর। যে মৃত্যু মানুষের ওপর আসে এটি খোদার কাজ, মানুষের নয়।

এগুলো হলো আর্য সাহেবদের ধর্মবিশ্বাস, যা নিয়ে তারা গর্ব করে। তাদের মাথায় যেহেতু এই বিষয়টি বদ্ধমূল যে, একটি পাপের কারণেও অগণিত জন্মের শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে, তাই তারা পাপ থেকে মুক্ত হবার জন্য কোনো চেষ্টা করাকে বৃথা ও নিষ্ফল মনে করে। তাদের ধর্মে এমন কোনো সংগ্রাম বা চেষ্টাপ্রচেষ্টার উপায় নেই যার প্রেক্ষিতে মানুষ এই পৃথিবীতেই পবিত্র হতে পারে, যতক্ষণ পর্যন্ত পুনর্জন্মের মাধ্যমে এবং হরেক প্রকার জন্মান্তরের শাস্তি ভোগ না করবে। অতএব জানা কথা, এহেন অবস্থায় কোন আশায় তারা কোনো চেষ্টা-সংগ্রাম করবে? চিন্তা করলে এ বিষয়টি বোঝা কঠিন কিছু নয়। তারা যদি আধ্যাত্মিক দর্শনের কোনো অংশ লাভ করে তাহলে তারা দ্রুত বুঝতে পারবে যে, তারা এই বিশ্বাসের কারণে দয়ালু ও কৃপালু খোদার দয়ার দ্বার নিজেদের জন্য রুদ্ধ করছে। তারা তওবাকে কেবল কয়েকটি শব্দসর্বস্ব বিষয় বলে মনে করে, কিন্তু সত্যিকার তওবা প্রকৃতপক্ষে একটি মৃত্যু– যা মানুষের অপবিত্র আবেগের ওপর আসে আর এক সত্যিকার কুরবানী– যা মানুষ পূর্ণ সততার সাথে খোদার দরবারে নিবেদন করে। সমস্ত কুরবানী যা রীতি অনুযায়ী করা হয়ে থাকে এরই দৃষ্টান্ত বইকি। অতএব যারা এই সত্যিকার কুরবানী করে, তারা আসলে নিজেদের হীন জীবনের ওপর

এক মৃত্যু আনয়ন করে। ভিন্নভাবে বলতে গেলে এরই নাম হলো 'তওবা'। তখন খোদা তা'লা– যিনি দয়ালু ও কৃপালু, এই মৃত্যুর বিনিময়ে পরজগতে তাদেরকে মুক্তিপ্রাপ্ত জীবন দান করেন, কেননা তাঁর দয়া ও কৃপা সেই কৃপণতার কলুষ থেকে মুক্ত যা কোনো মানুষের ওপর দুটি মৃত্যু আনয়ন করে। অতএব মানুষ তওবারূপী মৃত্যুর মাধ্যমে চিরস্থায়ী জীবন ক্রয় করে আর আমরা সেই জীবন লাভের জন্য অন্য কাউকে ফাঁসিতে ঝুলানোর মুখাপেক্ষী নই। আমাদের জন্য নিজেকে কুরবানী দেবার ক্রুশই যথেষ্ট।

স্মরণ রাখা উচিত, তওবা শব্দটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম আর এটি নিজের মাঝে আধ্যাত্মিক অর্থ অন্তর্নিহিত রাখে, যার সম্পর্কে অন্যান্য জাতি জানে না। অর্থাৎ তওবা সেই প্রত্যাবর্তনকে বলা হয় যখন মানুষ প্রবৃত্তির সকল আকর্ষণের মোকাবিলা করে নিজের ওপর এক মৃত্যু আনয়ন করে খোদা তা'লার দিকে ছুটে আসে। অতএব এটি কোনো সহজ বিষয় নয়। এক ব্যক্তিকে তখনই তওবাকারী বলা হয় যখন সে পূর্ণরূপে অবাধ্য আত্মার দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে এবং সকল প্রকার তিক্ততা আর প্রতিটি মৃত্যুকে খোদার পথে বরণ করে এক খোদার দরবারে লুটিয়ে পড়ে। তখন সে এই মৃত্যুর বিনিময়ে খোদা তা'লার পক্ষ থেকে জীবন লাভের যোগ্য হয়ে ওঠে। আর্যরা যেহেতু কেবল বিভিন্ন রূপে জন্ম লাভ করাকে নাজাত বা মুক্তির ভিত মনে করেছে, তাই এদিকে তাদের দৃষ্টি যায় না। তারা জানে না, যেভাবে ময়লা কাপড় সিদ্ধ করা, এরপর ধোপার হাতে নদীর তীরে (পাথর বা কাঠে) পুনঃ পুন আঘাত সহ্য করার মাধ্যমে অবশেষে সাদা হয়ে যায়। একইভাবে এই তওবা, যার অর্থ আমি বর্ণনা করেছি, তা মানুষকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করে দেয়। মানুষ যখন খোদা তা'লার ভালোবাসার আগুনে পতিত হয়ে নিজের পুরো অস্তিত্বকে ভস্মীভূত করে দেয়, তখন সেই ভালোবাসার মৃত্যুই তাকে এক নতুন জীবন দান করে। তুমি কি বুঝতে পারো না যে, ভালোবাসাও এক আগুন আর পাপও একপ্রকার আগুন। সুতরাং খোদার ভালোবাসার এই আগুন পাপের আগুনকে নিঃশেষ করে দেয়। এটিই নাজাত বা মুক্তির মূল।

বড়োই পরিতাপের বিষয় হলো, আর্যরা নিজ ধর্মের মন্দ দিকগুলোকে দেখে না, পক্ষান্তরে ইসলামের ওপর অযথা আপত্তি করে। আরো মজার বিষয় হলো, তাদের এমন কোনো আপত্তি নেই যা তাদেরই ধর্মের কোনো ফিরকার কর্মপদ্ধতিতে বিদ্যমান নেই। এখন আমরা এই পুস্তককে খোদার নামে শেষ করছি।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَوَّلًا وَّ آخِرًا هُوَ مَوْلَانَا نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ

[সূচনাতেও সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য আর সমাপ্তিতেও। তিনি আমাদের অভিভাবক– সর্বোত্তম অভিভাবক ও সর্বোত্তম সাহায্যকারী]

নযম

(লেখক কর্তৃক রচিত)

اسلام سے نہ بھاگو! راہِ ھُدیٰ یہی ہے
ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না! হেদায়াতের পথ এটিই;

اے سونے والو جاگو! شمس الضحیٰ یہی ہے
হে ঘুমন্তরা, জেগে ওঠো! দিপ্তদিবাকর এটিই।

مجھ کو قسم خدا کی جس نے ہمیں بنایا
আমি (সেই) খোদার কসম খেয়ে বলছি, যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন;

اَب آسماں کے نیچے دینِ خدا یہی ہے
এখন পৃথিবীতে খোদার মনোনীত ধর্ম এটিই।

وہ دِلستاں نہاں ہے کِس رَاہ سے اُس کو دیکھیں
সেই প্রিয় বন্ধু রয়েছেন পর্দার অন্তরালে, তাঁকে কীভাবে খুঁজে বের করব?

اِن مشکلوں کا یارو مشکل کشا یہی ہے
এসব বিপদ হতে হে বন্ধুরা! উদ্ধারকর্তা তিনিই।

باطن سیہ ہیں جن کے اِس دیں سے ہیں وہ منکر
যাদের অন্তর অন্ধকারাচ্ছন্ন তারা এই ধর্মকে অস্বীকার করে;

پر اَے اندھیرے والو! دِل کا دِیا یہی ہے
কিন্তু হে অন্ধকার-হৃদয় লোকেরা! এটিই তো হৃদয়ের আলো।

دنیا کی سب دُکانیں ہیں ہم نے دیکھی بھالیں
জগতের সমস্ত দোকান আমরা ভালোভাবে খুঁজে দেখেছি;

آخر ہوا یہ ثابت دَارُ الشفا یہی ہے
অবশেষে এটিই প্রমাণিত হয়েছে যে, আরোগ্য-নিকেতন এটিই।

سب خشک ہوگئے ہیں جتنے تھے باغ پہلے
পূর্ববর্তী যত বাগান ছিল সব শুকিয়ে গেছে;

ہر طرف مَیں نے دیکھا بُستاں ہرا یہی ہے
সর্বত্র খুঁজে দেখেছি, সবুজশ্যামল বাগান কেবল এটিকেই পেয়েছি।

دنیا میں اِس کا ثانی کوئی نہیں ہے شربت
জগতে এমন সুধা আর দ্বিতীয়টি নেই;

پی لو تم اِس کو یارو آبِ بقا یہی ہے
হে বন্ধুরা! তোমরা এটি পান করো, কেননা অমরত্বের সুধা এটিই।

اِسلام کی سچائی ثابت ہے جیسے سورج
ইসলামের সত্যতা সূর্যের ন্যায় দেদীপ্যমান;

پر دیکھتے نہیں ہیں دشمن۔ بلا یہی ہے
কিন্তু সমস্যা হলো শত্রুরা এর প্রতি ফিরেও তাকায় না।

جب کُھل گئی سچائی پھر اُس کو مان لینا
সত্য প্রকাশ পেয়ে গেলে তা গ্রহণ করা;

نیکوں کی ہے یہ خصلت راہِ حیا یہی ہے
পুণ্যবানদের রীতি এটি, লজ্জাবোধের প্রমাণও এটি।

جو ہو مفید لینا جو بد ہو اس سے بچنا
যা উপকারী তা গ্রহণ করা আর যা মন্দ তা বর্জন করা

عقل و خرد یہی ہے فہم و ذکا یہی ہے
বুদ্ধিমত্তা ও বিবেকসম্মত আর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এটিই।

مِلتی ہے بادشاہی اِس دیں سے آسمانی
এই ধর্মের মাধ্যমে ঐশী রাজত্ব লাভ হয়;

اے طالبانِ دولت ظِلِّ ہُما یہی ہے
হে সম্পদ-প্রত্যাশীরা! ভাগ্যপাখি এটিই।

سب دیں ہیں اِک فسانہ شِرکوں کا آشیانہ
সমস্ত ধর্মই হলো এক কাহিনি, শিরকের আস্তানা;

اُس کا جو ہے یگانہ چہرہ نما یہی ہے
সেই অনন্য সত্তাকে দর্শনের আয়না এটিই।

سَو سَو نشاں دکھا کر لاتا ہے وہ بُلا کر
শত শত নিদর্শন দেখিয়ে তিনি আহ্বান করেন;

مجھ کو جو اُس نے بھیجا بس مدّعا یہی ہے
আমাকে প্রেরণের পেছনে তাঁর উদ্দেশ্যও এটিই।

کرتا ہے معجزوں سے وہ یار دیں کو تازہ
সেই বন্ধু নিদর্শন দেখিয়ে ধর্মকে সঞ্জীবিত করেন;

اسلام کے چمن کی بادِ صبا یہی ہے
ইসলামের বাগানের প্রভাত-সমীরণ এটিই।

یہ سب نشاں ہیں جن سے دیں اب تلک ہے تازہ
এগুলো সবই নিদর্শন– যার কল্যাণে ধর্ম এখনও জীবিত;

اے گرنے والو دوڑو دیں کا عصا یہی ہے
হে পতনশীল মানুষ! ছুটে আসো, ধর্মের এটিই অবলম্বন।

کس کام کا وہ دیں ہے جس میں نشاں نہیں ہے
সেই ধর্ম কোনো কাজের নয় যাতে নিদর্শন নেই;

دیں کی مرے پیارو زرّیں قبا یہی ہے
হে আমার প্রিয়রা! ধর্মের সোনালী পোশাক এটিই।

افسوس آریوں پر جو ہو گئے ہیں شپّر
আর্যদের জন্য পরিতাপ যারা চামচিকা (সদৃশ) হয়ে গেছে;

وہ دیکھ کر ہیں منکر ظلم و جفا یہی ہے
তারা দেখা সত্ত্বেও অস্বীকারকারী, অন্যায় ও অবিচার এটিই।

معلوم کر کے سب کچھ محروم ہوگئے ہیں
সবকিছু জেনেও তারা বঞ্চিত রয়ে গেল;

کیا اِن نیوگیوں کا ذہنِ رسا یہی ہے
নিয়োগে বিশ্বাসীদের বুদ্ধিমত্তার বহর কি এতটুকু?

اِک ہیں جو پاک بندے اِک ہیں دلوں کے گندے
একদিকে রয়েছে পবিত্র বান্দারা, আরেকদিকে রয়েছে নোংরা হৃদয়ের লোকেরা;

جیتیں گے صادق آخر حق کا مزا یہی ہے
অবশেষে সত্যবাদীরাই বিজয়ী হবে– এটাই তো সত্যের শ্রেষ্ঠত্ব।

اِن آریوں کا پیشہ ہردم ہے بدزبانی
এই আর্যদের পেশা-ই হলো প্রতিনিয়ত গালি দেওয়া;

ویدوں میں آریوں نے شاید پڑھا یہی ہے
বেদের মাঝে আর্যরা হয়ত এটিই পড়েছে।

پاکوں کو پاک فطرت دیتے نہیں ہیں گالی
পবিত্রচেতারা কখনও পবিত্র ব্যক্তিদের গালি দেয় না;

پر اِن سیہ دلوں کا شیوہ سدا یہی ہے
কিন্তু এই নোংরা হৃদয়ের লোকদের রীতি এটিই।

افسوس سبّ و توہیں سب کا ہوا ہے پیشہ
পরিতাপ! গালি দেওয়া ও অপমান করাই সবার পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে;

کس کو کہوں کہ اُن میں ہرزہ درا یہی ہے
আমি কাকে শোনাবো, কেননা তাদের মাঝে (যাকে বলব) সে-ই তো অপলাপকারী?

آخر یہ آدمی تھے پھر کیوں ہوئے درندے
তারা তো মানুষই ছিল, তাহলে পশু হয়ে গেল কেন?

کیا جُون اِن کی بگڑی یا خود قضا یہی ہے
পুনর্জন্মে তারা এমন হয়ে গেল নাকি তাদের অদৃষ্টই এটি?

جس آریہ کو دیکھیں تہذیب سے ہے عاری
যে আর্যকেই দেখবে সে-ই ভদ্রতাজ্ঞান বিবর্জিত;

کِس کِس کا نام لیویں ہر سُو وَبا یہی ہے
কার কার নাম নেব, সবদিকেই এই মহামারির প্রকোপ।

لیکھرام
لیکھو کی بدزبانی کارد ہوئی تھی اُس پر
লেখরামের কটুবাক্য তার বিরুদ্ধেই কার্যকর হয়েছিল,

پھر بھی نہیں سمجھتے حمق و خطا یہی ہے
তবুও তারা বোঝে না– দুর্ভাগ্য ও অপরাধ এটিই।

اپنے کئے کا ثمرہ لیکھو نے کیسا پایا
নিজ কর্মফল লেখরাম কেমন পেয়েছে!

آخر خدا کے گھر میں بد کی سزا یہی ہے
পরিশেষে খোদার দৃষ্টিতে মন্দ ব্যক্তির শাস্তি এটিই।

نبیوں کی ہتک کرنا اور گالیاں بھی دینا
নবীদের অসম্মান করা, অধিকন্তু গালি দেওয়া,

کُتّوں سا کھولنا مُنہ تخمِ فنا یہی ہے
কুকুরের ন্যায় মুখ খোলা, ধ্বংসের বীজ এটিই।

میٹھے بھی ہو کے آخر نشتر ہی ہیں چلاتے
মুখে মধুর বাক্য, কিন্তু অন্তরে আছে বিষ;

اِن تیرہ باطنوں کے دل میں دغا یہی ہے
এই মন্দ প্রকৃতির লোকদের হৃদয়ে তারা এই প্রতারণাই লালন করে।

جاں بھی اگرچہ دیویں ان کو بطور احساں
অনুগ্রহ করে তাদের জন্য যদি জীবনও দিয়ে দেন,

عادت ہے اِن کی کفراں رنج و عنا یہی ہے
তাদের অভ্যাস হলো অস্বীকার করা– আক্ষেপ ও দুঃখ এটিই।

ہندو کچھ ایسے بگڑے دل پُر ہیں بغض و کیں سے
হিন্দুরা এমনভাবে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে যে, তাদের হৃদয় এখন হিংসা ও বিদ্বেষে পরিপূর্ণ;

ہر بات میں ہے توہیں طرزِ ادا یہی ہے
প্রতিটি কথায় অসম্মান করাই তাদের রীতি।

جاں بھی ہے اِن پہ قرباں گر دل سے ہوویں صافی
তাদের জন্য প্রাণও উৎসর্গ করতে রাজি, যদি তারা আন্তরিকভাবে পরিচ্ছন্ন হয়;

پس ایسے بدکنوں کا مجھ کو گِلا یہی ہے
অতএব এমন অপকর্মশীলদের ক্ষেত্রে আমার অভিযোগ এটিই।

احوال کیا کہوں میں اس غم سے اپنے دل کا
এই দুঃখে আমার মনের অবস্থা ভাষায় বর্ণনা করার মতো নয়!

گویا کہ ان غموں کا مہماں سرا یہی ہے
আমার মন যেন এসব দুঃখের বসবাসস্থল হয়ে গিয়েছে।

لیتے ہی جنم اپنا دشمن ہوا یہ فرقہ
জন্ম লাভ করতেই এই ফিরকা শত্রুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে,

آخر کی کیا اُمیدیں جب ابتدا یہی ہے
সূচনাই যখন এটি, সমাপ্তির বেলায় আর কী আশা করা যায়!

دل پھٹ گیا ہمارا تحقیر سُنتے سُنتے
অবমাননার কথা শুনে শুনে আমার মন ভেঙে গেছে,

غم تو بہت ہیں دل میں پر جاں گزا یہی ہے
মনে অনেক দুঃখ রয়েছে, কিন্তু চরম কষ্টদায়ক বিষয় এটিই।

دنیا میں گرچہ ہوگی سَو قسم کی بُرائی
পৃথিবীতে শত শত পাপ থাকবে, কিন্তু

پاکوں کی ہتک کرنا سب سے بُرا یہی ہے
পবিত্রদের অসম্মান করা সর্বাধিক মন্দ কাজ।

غفلت پہ غافلوں کی روتے رہے ہیں مُرسل
উদাসীনদের উদাসীনতায় নবীগণ ক্রন্দন করেছেন,

پر اِس زماں میں لوگو نوحہ نیا یہی ہے
কিন্তু এই যুগে হে লোকেরা! নতুন এক শোকগাঁথা এটিই।

ہم بد نہیں ہیں کہتے اُن کے مقدسوں کو
আমরা তাদের ধর্মগুরুদের মন্দ বলি না,

تعلیم میں ہماری حکمِ خدا یہی ہے
আমাদের শিক্ষায় খোদার নির্দেশ এটিই।

ہم کو نہیں سکھاتا وہ پاک بدزبانی
সেই পবিত্র সত্তা আমাদেরকে গালমন্দ করা শেখান নি,

تقویٰ کی جڑھ یہی ہے صدق و صفا یہی ہے
এটিই তাকওয়ার মূল– সততা ও পবিত্রতা এটিই।

پر آریوں کے دیں میں گالی بھی ہے عبادت
কিন্তু আর্যদের ধর্মে গালমন্দ করাই যেন ইবাদত,

کہتے ہیں سب کو جھوٹے کیا اتّقا یہی ہے
তারা সবাইকে মিথ্যাবাদী বলে, তাকওয়া কি এটিই!

جتنے نبی تھے آئے موسیٰ ہو یا کہ عیسیٰ
মূসা বা ঈসা– যত নবীই এসেছেন,

مکّار ہیں وہ سارے اِن کی ندا یہی ہے
তারা সবাই প্রতারক– ঘোষণা তাদের এটিই।

اِک وید ہے جو سچا باقی کتابیں ساری
বেদই কেবল সত্য, বাকি সকল গ্রন্থ

جھوٹی ہیں اور جعلی اِک رہ نما یہی ہے
মিথ্যা ও বানোয়াট– একমাত্র পথপ্রদর্শক এটিই!

یہ ہے خیال اِن کا پَربَت بنایا تنکا
এই হলো তাদের ধারণা, আর তারা তিলকে তাল বানিয়েছে।

پر کیا کہیں جب ان کا فہم و ذکا یہی ہے
কিন্তু কী আর বলব, তাদের বিবেকবুদ্ধি এতটুকুই!

کیڑا جو دَب رہا ہے گوبر کی تہ کے نیچے
যে কীট গোবরের স্তুপের নীচে চাপা পড়ে আছে,

اُس کے گماں میں اُس کا ارض و سما یہی ہے
তার ধারণায় তার স্বর্গমর্ত্য এটিই।

ویدوں کا سب خلاصہ ہم نے نیوگ پایا
পুরো বেদের সারাংশ হিসেবে আমি 'নিয়োগ'-কেই পেয়েছি,

ان پُستکوں کی رُو سے کارج بَھلا یہی ہے
এই পুস্তকগুলোর শিক্ষামতে পুণ্যকর্ম এটিই।

عورت خاوند
جس اِستری کو لڑکا پیدا نہ ہو پِیا سے
যে স্ত্রীর স্বামীর মাধ্যমে পুত্রের জন্ম হয় না,

ویدوں کی رُو سے اُس پر واجب ہوا یہی ہے
বেদের শিক্ষা অনুযায়ী তার জন্য আবশ্যক এটিই।

جب ہے یہی اشارہ پھر اُس سے کیا ہے چارہ
এটিই যখন ইশারা তবে আর কিবা করার থাকে!

جب تک نہ ہوویں گیارہ ۱۱ لڑکے رَوا یہی ہے
এগারো জন পুত্র না হওয়া পর্যন্ত পন্থা কেবল এটিই।

ایشر کے گُن عجب ہیں ویدوں میں اے عزیزو!
হে প্রিয়গণ! বেদে ঈশ্বরের গুণাবলি বড়ো অদ্ভুত!

اُس میں نہیں مروّت ہم نے سُنا یہی ہے
আমরা শুনেছি তার মাঝে স্নেহ-ভালোবাসা নেই।

دے کر نجات و مکتی پھر چھینتا ہے سب سے
নাজাত ও পরিত্রাণ দেবার পর সবার কাছ থেকে তা কেড়ে নেয়,

کیسا ہے وہ دیالو جس کی عطا یہی ہے
কেমন সেই দয়ালু, এটিই হলো যার দান!

ایشر بنا ہے مُنہ سے خالق نہیں کِسی کا
কেবল নামেই তিনি ঈশ্বর, স্রষ্টা কারো নন,

روحیں ہیں سب انادی پھر کیوں خدا یہی ہے
আত্মাই যদি অনাদি হয়, তবে তিনি খোদা কীভাবে হন?

رُوحیں اگر نہ ہوتیں ایشر سے کچھ نہ بنتا
আত্মা যদি না থাকত তাহলে ঈশ্বর কিছুই সৃষ্টি করতে পারতেন না,

اُس کی حکومتوں کی ساری بِنا یہی ہے
তাঁর রাজত্বের মূল ভিত্তি এটিই।

اُن کا ہی مُنہ ہے تکتا ہر کام میں جو چاہے
প্রতিটি কাজের জন্য তাদেরই মুখের পানে চেয়ে থাকেন,

گویا وہ بادشہ ہیں اُن کا گدا یہی ہے
যেন সেগুলোই বাদশা আর ইনিই তাদের দ্বারে ভিখারী।

القصّہ آریوں کے ویدوں کا یہ خدا ہے
সারকথা হলো আর্যদের বেদের ইনিই খোদা–

اُن کا ہے جس پہ تکیہ وہ بے نوا یہی ہے
যার ওপর তাদের ভরসা, সত্যিকার অর্থে তিনিই কাঙাল।

اے آریو کہو اب ایشر کے ہیں یہی گُن
হে আর্যরা! এখন বলো, এই কি ঈশ্বরের গুণাবলি!

جس پر ہو ناز کرتے بولو وہ کیا یہی ہے؟
যাকে নিয়ে তোমরা গর্ব করো, ইনিই কি তিনি?

ویدوں کو شرم کر کے تم نے بہت چھپایا
লজ্জায় বেদকে তোমরা অনেক লুকিয়েছ,

آخر کو راز بستہ اس کا کُھلا یہی ہے
অবশেষে এর এই গোপন রহস্যই প্রকাশ পেল।

قدرت نہیں ہے جس میں وہ خاک کاہے اِیشر
যার মাঝে শক্তি নেই সে কীসের খোদা!

کیا دینِ حق کے آگے زور آزما یہی ہے
সত্যধর্মের সামনে এই কি আপনাদের পালোয়ান।

کچھ کم نہیں بتوں سے یہ ہندوؤں کا اِیشر
হিন্দুদের এই ঈশ্বর, প্রতিমার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়;

سچ پوچھئے تو واللہ بُت دوسرا یہی ہے
সত্যি বলতে গেলে খোদার কসম! দ্বিতীয় প্রতিমা এটিই।

ہم نے نہیں بنائیں یہ اپنے دل سے باتیں
এসব কথা আমাদের মনগড়া নয় হে প্রিয়রা!

ویدوں(۱) سے اے عزیزو ہم کو مِلا یہی ہے
বেদ[১] থেকেই আমরা এটি পেয়েছি।

فطرت ہر اِک بشر کی کرتی ہے اِس سے نفرت
প্রত্যেক মানুষের প্রকৃতি এটিকে ঘৃণা করে;

پھر آریوں کے دِل میں کیونکر بسا یہی ہے
প্রশ্ন হলো আর্যদের হৃদয়ে এটি কী করে ঘর করল?

یہ حکم وید کے ہیں جن کا ہے یہ نمونہ
এই হলো বেদের নির্দেশাবলির নমুনা;

ویدوں سے آریوں کو حاصل ہوا یہی ہے
বেদ থেকে আর্যরা এটিই অর্জন করেছে।

خوش خوش عمل ہیں کرتے اوباش سارے اِس پر
সমস্ত দুর্বৃত্ত সানন্দে এর ওপর আমল করে;

سارے نیوگیوں کا اِک آسرا یہی ہے (۲)
সব নিয়োগীর একমাত্র আশ্রয়স্থল এটিই।[২]

টীকা-১: *এখানে বেদ শব্দ দ্বারা সেই শিক্ষা বোঝানো হয়েছে যা আর্যসমাজিরা নিজেদের ধারণা অনুসারে বেদের নামে প্রকাশ করেছে। নতুবা স্মরণ রাখা উচিত, আমরা বেদের স্বরূপ খোদার হাতে ছেড়ে দেই। আমাদের জানা নেই যে, তারা এতে কী বর্ধিত করেছে আর কী কর্তিত করেছে, হিন্দুস্থান ও পাঞ্জাবে বেদের অনুসরণের দাবিদার শত শত ধর্ম রয়েছে সেক্ষেত্রে আমরা কোনো বিশেষ ফিরকার ভ্রান্তিকে বেদের ওপর কীভাবে চাপাতে পারি! এছাড়া এটিও প্রমাণিত যে, বেদও প্রক্ষেপণের শিকার হয়েছে। অতএব প্রক্ষেপণের কারণে এর কাছে ভালো কিছু আশা করা দুরাশা মাত্র। –লেখক*

টীকা-২: *স্মরণ রাখা উচিত, বেদের শিক্ষা বলতে এখানে আমরা সেসব শিক্ষা এবং সেসব নীতি বুঝিয়েছি, যেগুলোকে আর্যরা এস্থলে প্রকাশ করে আর বলে যে, নিয়োগের শিক্ষা বেদের মাঝে বিদ্যমান। তাদের কথা অনুযায়ী বেদ উচ্চকণ্ঠে বলে যে, যার ঘরে কোনো সন্তান থাকে না অথবা কেবল কন্যা থেকে থাকে, তাদের জন্য নিজ স্ত্রীকে*

پھر کس طرح وہ مانیں تعلیم پاک فرقاں
অতএব কীভাবে তারা মানবে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা;

اُن کے تو دل کا رہبر اور مقتدا یہی ہے
তাদের হৃদয়ের দিশারি ও পথপ্রদর্শক তো এটিই।

جب ہوگئے ہیں ملزم اُترے ہیں گالیوں پر
অপরাধী সাব্যস্ত হয়ে তারা গালিগালাজ আরম্ভ করেছে;

(টীকা-২ চলমান)

অন্যের সাথে সহবাস করা আর এভাবে মুক্তির জন্য পুত্র সন্তান লাভ করার উদ্দেশ্যে অনুমতি দেওয়া আবশ্যক। আর এগারো জন পুত্রসন্তান হওয়া পর্যন্ত এই সম্পর্ক বজায় থাকতে পারে। এছাড়া তার স্বামী কোথাও যদি সফরে যায় তাহলে তার স্ত্রী স্বয়ং নিয়োগের নিয়তে অন্য কোনো পুরুষের সাথে অবৈধ বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়তে পারে, যেন এভাবে সন্তান লাভ করতে পারে আর স্বামী সফর থেকে ফিরলে তার সামনে এই উপহার উপস্থাপন করতে পারে এবং (এভাবে) তাকে দেখাতে পারে যে, তুমি তো সম্পদ উপার্জনের জন্য গিয়েছিলে কিন্তু আমি তোমার অবর্তমানে এই সম্পদ অর্জন করেছি। এই নির্লজ্জ পন্থা বৈধ হবে! বিবেক ও মানবীয় আত্মাভিমান এটি মেনে নিতে পারে না। আর কীভাবেই-বা বৈধ হবে? কেননা সেই স্ত্রী তো নিজ স্বামীর কাছ থেকে তালাক নেয় নি এবং তার সাথে বিবাহবন্ধনও ছিন্ন করে নি। বড়োই পরিতাপ! এগুলো হলো সেসব বিষয় যেগুলোকে আর্যরা বেদের প্রতি আরোপ করে, কিন্তু আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না যে, এটিই প্রকৃত অর্থে বেদের শিক্ষা। হতে পারে, হিন্দুদের কতিপয় সাধক, যারা চিরকুমার থাকে আর ভেতরে ভেতরে প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা তাদেরকে পরাভূত করে, তারা এসব কথা নিজেরা বানিয়ে বেদের প্রতি আরোপ করেছে অথবা প্রক্ষেপণ হিসেবে বেদে সংযোজন করে থাকবে। কেননা গবেষক পণ্ডিতরা লিখেছে যে, একটি সময় বেদের ওপর এমনও এসেছে যখন সেগুলোতে বহু প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। এর বহু পবিত্র শিক্ষা পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে। নতুবা বিবেক এটি গ্রহণ করতে পারে না যে, বেদ এমন শিক্ষা প্রদান করেছে। আর কোনো সুস্থ বিবেক এটি গ্রহণ করবে না যে, এক ব্যক্তি নিজের সতীসাধ্বী স্ত্রীকে তালাক দিয়ে শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পর্কচ্ছেদ না করে এমনিতেই সন্তান লাভের জন্য নিজ হাতে অন্যের শয্যাসঙ্গী করবে, কেননা এটি তো নির্লজ্জ বা দুশ্চরিত্র লোকদের কাজ। তবে হ্যাঁ, কোনো নারী যদি খোলা নিয়ে নেয় আর স্বামীর সাথে তার কোনো সম্পর্ক না থাকে, সেক্ষেত্রে এমন নারীর জন্য অন্যের সাথে বিবাহ করা বৈধ হবে আর এতে আপত্তির কিছু নেই এবং তার সতীত্বে কোনো আঁচ আসবে না। নতুবা আমরা ডঙ্কার চোটে বলছি যে, নিয়োগের পরিণতি ভালো নয়। একদিকে যেখানে আর্যসমাজিরা মুসলমানদের রীতি বলে নারীদের পর্দা করার বিরোধী, অপরদিকে যখনকিনা প্রতিদিন নিয়োগের মতো অপবিত্র! বিষয়টি সেই

ہاتھوں میں جاہلوں کے سنگِ جفا یہی ہے
অজ্ঞদের হাতে অত্যাচারের অস্ত্র এটিই।

رُکتے نہیں ہیں ظالم گالی سے ایک دم بھی
অত্যাচারীরা গালি হতে এক মুহূর্তও বিরত হয় না;

اِن کا تو شغل و پیشہ صبح و مسا یہی ہے
সকাল-সন্ধ্যা তাদের ব্যস্ততা ও পেশা এটিই।

(টীকা-২ চলমান)

নারীদের কানে পৌঁছাতে থাকে আর সেসব মহিলার মনে গেঁথে আছে যে, আমরা পরপুরুষদেরও শয্যাসঙ্গী হতে পারি; সেক্ষেত্রে প্রত্যেক বিজ্ঞ ব্যক্তি বুঝতে পারবে যে, এমনসব কথা শোনার মাধ্যমে, বিশেষত যখন বেদের বরাতে বর্ণনা করা হয়, তখন অপবিত্র কামবাসনা নারীদের মাঝে কতটা মাথাচাড়া দেবে! বরং তারা তো এক্ষেত্রে আরো বেশি এগিয়ে থাকবে। আর যখনকিনা পর্দার বাধটিও ছিন্ন হয়ে গেল তখন সবাই বুঝতে পারবে যে, এসব অপবিত্র কামোদ্দীপনার বন্যা কতদূর পর্যন্ত ঘরবাড়ি বিরান করবে। যেমন– জগন্নাথ ও বেনারস এবং আরো বহু স্থানে এর উদাহরণও রয়েছে। হায়! এই জাতিতে যদি কোনো বিবেকবানের জন্ম হয়।

আমরা এটিও বুঝতে পারি না যে, মুক্তি লাভের জন্য সন্তানের প্রয়োজন কেন? পণ্ডিত দয়ানন্দের মতো লোকেরা বিয়েও করে নি আর কোনো সন্তানও হয় নি, তারা কি মুক্তি থেকে বঞ্চিত? এমন মুক্তির প্রতি অভিসম্পাত করা উচিত যা নিজ স্ত্রীকে অন্যের শয্যাসঙ্গী করে আর তার দ্বারা এমন কাজ করানোর মাধ্যমে লাভ হয় যা পৃথিবীর সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে ব্যভিচার বলে পরিগণ্য। এই অপবিত্র কাজ ব্যতিরেকে তার মুক্তির আর কোনো পথ থাকে না। আমরা এটিও বুঝতে পারি না যে, হাজার হাজার শক্তি ও সামর্থ্য এবং বিশেষত্ব, যা আত্মা ও বস্তুকণিকার মাঝে বিদ্যমান, তার সবই আদি থেকে নিজ গুণে বিদ্যমান! সেগুলো পরমেশ্বর থেকে অর্জিত হয় নি! তাহলে এমন পরমেশ্বর কোন কাজের আর তাঁর সত্তার প্রমাণই-বা কী? আর তাঁকে পরমেশ্বর কেন বলা হবে? সে কীভাবে পূর্ণ আনুগত্য লাভের অধিকারী হতে পারে যখনকিনা তাঁর লালনপালন পরিপূর্ণ নয়? যে-সব শক্তিবৃত্তি সে নিজে বানায় নি সেগুলোর জ্ঞান তাঁর কীভাবে থাকতে পারে? যেখানে সে একটি আত্মাও সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে না, সেখানে কোন অর্থে তাকে সর্বশক্তিমান বলা হয় অথচ তাঁর শক্তি কেবল জোড়া দেবার মাঝে সীমাবদ্ধ? আমার হৃদয় তো এটিই সাক্ষ্য দেয় যে, এসব অপবিত্র শিক্ষা বেদে আদৌ নেই। পরমেশ্বর কেবল তখনই পরমেশ্বর থাকতে পারে যখনকিনা সকল কল্যাণের উৎসস্থল তিনিই হবেন। বেদান্তের অনুসারীরাও যদিও ভুল করেছে কিন্তু সামান্য সংশোধনে তাদের ধর্ম আপত্তিযোগ্য থাকে না, কিন্তু দয়ানন্দের ধর্ম তো পুরোটাই নোংরা। মনে হয় যেন দয়ানন্দ সেসব মিথ্যা দার্শনিক ও যুক্তিবাদীদের অনুসরণ করেছে যাদের বেদের

کہنے کو وید والے پر دل ہیں سب کے کالے
তারা বেদের অনুসারী অভিহিত হয়, কিন্তু সবার হৃদয় তমসাচ্ছন্ন;

پردہ اُٹھا کے دیکھو اُن میں بھرا یہی ہے (۳)
পর্দা সরিয়ে দেখো তাদের হৃদয় এতেই পরিপূর্ণ।[৩]

فطرت کے ہیں درندے مُردار ہیں نہ زندے
স্বভাবে তারা পশু, তারা জীবিত নয় মৃত;

ہر دم زباں کے گندے قہرِ خدا یہی ہے (۴)
সবসময় তারা নোংরা কথাবার্তা বলে এটিই খোদার শাস্তি।[৪]

دینِ خدا کے آگے کچھ بن نہ آئی آخر
খোদার ধর্মের বিপরীতে শেষ পর্যন্ত কিছুই করতে পারে নি;

سب گالیوں پہ اُترے دل میں اُٹھا یہی ہے
সবাই গালমন্দ আরম্ভ করে দিয়েছে, হৃদয়ে এ ধারণাই জাগ্রত হয়েছে,

شرم و حیا نہیں ہے آنکھوں میں اُن کے ہرگز
তাদের চোখে লজ্জাশরম বলতে কিছুই নেই;

(টীকা-২ চলমান)

সাথে কোনো সম্পর্কই ছিল না, বরং পর্দার আড়ালে তারা বেদের ঘোরশত্রু ছিল। এ কারণেই তার ধর্মে পরমেশ্বরের সেই সম্মান নেই– যা হওয়া উচিত। আর নোংরা হৃদয় সন্ন্যাসীদের ন্যায় পরমেশ্বরের সাথে সাক্ষাতের জন্য সাধনা করার শিক্ষাও নেই। শুধুমাত্র বিদ্বেষ আর খোদার পবিত্র নবীদেরকে ঘৃণা করা ও গালি দেওয়াই এই দুর্ভাগা ব্যক্তি নিজ অনুচরদের শিখিয়ে গেছে, বরং এখন এভাবে বলতে পারো– এক বিষের পেয়ালা পান করিয়ে গেছে। সারকথা হলো, আমাদের সমস্ত আপত্তি দয়ানন্দের কাল্পনিক বেদের ওপর, খোদার কোনো কিতাবের প্রতি নয়। আল্লাহ্ তা'লাই সর্বজ্ঞ। –লেখক

টীকা-৩: *এমন লোকেরাও যদি তাদের মাঝে থাকে যারা খোদার পবিত্র নবীদের গালি দেয় না আর সুস্থ মনমানসিকতা ও ভদ্রতা রাখে, তারা আমাদের এই বর্ণনার গণ্ডির বাইরে। –লেখক*

টীকা-৪: *স্মরণ রাখা উচিত, আমাদের এই মত সেসব আর্যসমাজির সম্পর্কে যারা নিজেদের বিজ্ঞাপন ও পুস্তিকা এবং সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রমাণ দিয়েছে যে, তারা নোংরা প্রকৃতির মানুষ আর তারা খোদার পবিত্র নবীদের হাজার হাজার গালি দিয়েছে। তাদের পত্রপত্রিকা এবং পুস্তক আমাদের কাছে গচ্ছিত আছে। আমাদের রচনার লক্ষ্য কোনো ভদ্র প্রকৃতির লোক নয় আর তারা এমন পন্থা পছন্দও করে না। –লেখক*

وہ بڑھ چکے ہیں حد سے اب انتہا یہی ہے
তারা সীমাতিক্রম করে গেছে– এটিকে চরম পরিস্থিতি বলা যায়।

ہم نے ہے جس کو مانا قادر ہے وہ توانا
আমরা যাঁকে মেনেছি সেই শক্তিশালী খোদা পূর্ণ ক্ষমতাবান;

اُس نے ہے کچھ دکھانا اُس سے رجا یہی ہے
তিনি কিছু প্রদর্শন করবেন, তাঁর কাছে আশা এটিই।

اُن سے دو چار ہونا عزّت ہے اپنی کھونا
তাদের মুখোমুখি হবার অর্থ হলো নিজের সম্মান হারানো;

اُن سے ملاپ کرنا راہِ ریا یہی ہے
তাদের সাথে মেলামেশা করা, লোক-দেখানো এটিই।

پس اے مرے پیارو عقبیٰ کو مت بسارو
অতএব হে আমার প্রিয়রা! পরকালকে ভুলে যেয়ো না;

اِس دیں کو پاؤ یارو بدر الدّجیٰ یہی ہے
এই ধর্মকে গ্রহণ করো হে প্রিয়! অন্ধকার রজনীর চাঁদ এটিই।

مَیں ہوں ستم رسیدہ اُن سے جو ہیں رمیدہ
আমি তাদের হাতে অত্যাচারিত যারা পলাতক,

شاہد ہے آبِ دیدہ واقف بڑا یہی ہے
চোখের পানি সাক্ষী, অধিক জ্ঞাত এটিই।

مَیں دِل کی کیا سُناؤں کس کو یہ غم بتاؤں
মনের কথা আমি কিবা শোনাবো, এই দুঃখের কথা কাকে বলব;

دُکھ درد کے ہیں جھگڑے مجھ پر بلا یہی ہے
দুঃখ-বেদনার আধিক্য, আমার বিপদ এটিই।

دیں کے غموں نے مارا اَب دل ہے پارہ پارہ
ধর্মের দুর্দশা আমাকে জর্জরিত করেছে, হৃদয় এখন চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে আছে;

دلبر کا ہے سہارا ورنہ فنا یہی ہے
এখন সেই প্রেমাস্পদই ভরসা, নতুবা ধ্বংস অনিবার্য।

ہم مر چکے ہیں غم سے کیا پوچھتے ہو ہم سے
এই দুঃখে আমি মৃতপ্রায়, আমাকে আর কী প্রশ্ন করছ!

اُس یار کی نظر میں شرطِ وفا یہی ہے
সেই বন্ধুর দৃষ্টিতে বিশ্বস্ততার শর্ত এটিই।

برباد جائیں گے ہم گر وہ نہ پائیں گے ہم
আমি ধ্বংস হয়ে যাব যদি তা না পাই;

رونے سے لائیں گے ہم دل میں رجا یہی ہے
অশ্রু দিয়ে তা নিয়ে আসব, মনের আকাঙ্ক্ষা এটিই।

وہ دن گئے کہ راتیں کٹتی تھیں کر کے باتیں
সে সময় এখন আর নেই যখন আলাপচারিতায় রাত কেটে যেত;

اَب موت کی ہیں گھاتیں غم کی کتھا یہی ہے
এখন মৃত্যু ওত পেতে আছে, দুঃখের কাহিনি এটিই।

جلد آ پیارے ساقی اب کچھ نہیں ہے باقی
হে প্রিয় সাকি দ্রুত এসো! এখন আর কিছুই বাকি নেই;

دے شربت تلاقی حرص و ہوا یہی ہے
সাক্ষাতের সুধা দান করো, আকাঙ্ক্ষা ও কামনা এটিই।

شکرِ خدائے رحماں جس نے دیا ہے قرآں
রহমান খোদার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ, যিনি কুরআন দান করেছেন;

غنچے تھے سارے پہلے اب گُل کھلا یہ ہے
পূর্ববর্তী সবাই ছিল কলি, এখন এটিই ফুটন্ত ফুল।

کیا وصف اُس کے کہنا ہر حرف اُس کا گہنا
এর বৈশিষ্ট্য অতি চমৎকার, এর প্রতিটি অক্ষরই অলংকার;

دلبر بہت ہیں دیکھے دل لے گیا یہی ہے
বহু প্রেমিক দেখেছি কিন্তু একমাত্র মনোহারী এটিই।

دیکھی ہیں سب کتابیں مجمل ہیں جیسی خوابیں
সকল কিতাব দেখেছি, তা স্বপ্নের মতোই সংক্ষিপ্ত;

خالی ہیں اُن کی قابیں خوانِ ھُدیٰ یہی ہے
সেগুলোর থালা খালি, হেদায়াতের দস্তরখান এটিই।

اُس نے خدا ملایا وہ یار اُس سے پایا
সেটিই খোদার সন্ধান দিয়েছে, সেই প্রেমাস্পদকে আমরা এর মাধ্যমেই পেয়েছি;

راتیں تھیں جتنی گزریں اَب دن چڑھا یہی ہے
যত রাত ছিল সব কেটে গেছে, এখন উজ্জ্বল দিবস এটিই।

اُس نے نشاں دکھائے طالب سبھی بُلائے
সেটি নিদর্শন দেখিয়েছে সকল অন্বেষণকারীকে ডেকেছে;

سوتے ہوئے جگائے بس حق نما یہی ہے
ঘুমন্তদের জাগিয়েছে, সত্য দর্শনের আয়না এটিই।

پہلے صحیفے سارے لوگوں نے جب بگاڑے
পূর্বের সমস্ত গ্রন্থ লোকেরা যখন বিকৃত করেছে;

دنیا سے وہ سدھارے نوشہ نیا یہی ہے
জগৎ থেকে সেগুলো বিদায় নিয়েছে, এখন নতুন বর এটিই।

کہتے ہیں حسنِ یوسف دلکش بہت تھا لیکن
বলা হয় ইউসুফের সৌন্দর্য অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ছিল, কিন্তু

خوبی و دِلبری میں سب سے سوا یہی ہے
সৌন্দর্য ও আকর্ষণে এটি সবচেয়ে আলাদা।

یوسف تو سُن چکے ہو اِک چاہ میں گرا تھا
তোমরা শুনেছ যে, ইউসুফ এক কূপে পতিত হয়েছিল;

یہ چاہ سے نکالے جس کی صدا یہی ہے
কিন্তু এটি কূপ থেকে বের করে– এদিকেই (অর্থাৎ মুক্তির দিকেই) এটি ডাকে।

اِسلام کے محاسن کیونکر بیاں کروں میں
ইসলামের সৌন্দর্য বর্ণনার ভাষা কোথায় খুঁজে পাবো;

سب خشک باغ دیکھے پھولا پھلا یہی ہے
সব বাগান শুষ্ক– একমাত্র ফুলে ফলে সুশোভিত বাগান এটিই।

ہر جاز میں کے کیڑے دیں کے ہوئے ہیں دشمن
চতুর্দিকে জগৎপূজারিরা ধর্মের শত্রু হয়ে গেছে;

اسلام پر خدا سے آج ابتلا یہی ہے
আজ ইসলামের ওপর খোদার পক্ষ থেকে পরীক্ষা এটিই।

تھم جاتے ہیں کچھ آنسو یہ دیکھ کر کہ ہر سو
সর্বত্র এটি দেখে এই দুঃখে অশ্রু থেমে যায়;

اِس غم سے صادقوں کا آہ و بکا یہی ہے
সত্যবাদীদের আক্ষেপ ও ক্রন্দন এটিই।

سب مشرکوں کے سر پر یہ دیں ہے ایک خنجر
সকল অংশীবাদীর মাথায় এই ধর্ম খঞ্জর হিসেবে বিরাজমান,

یہ شرک سے چھڑاوے اُن کو اذیٰ یہی ہے
এটি শিরক ছাড়িয়ে দেয়– তাদের কষ্ট এটিই।

کیوں ہوگئے ہیں اس کے دشمن یہ سارے گمرہ
কেন এর শত্রু হয়ে গেছে এই সমস্ত পথভ্রষ্টরা!

وہ رہنما ہے رازِ چون و چرا یہی ہے
এটি হলো পথপ্রদর্শক– তাদের আপত্তির রহস্য এটিই।

دیں غار میں چھپا ہے اِک شور کفر کا ہے
ধর্ম গুহায় লুকিয়ে আছে, অংশীবাদিতার জোর সর্বত্র;

اب تم دُعائیں کر لو غارِ حرا یہی ہے
এখন তোমরা দোয়া করে নাও– হেরা গুহা এটিই।

وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نُور سارا
তিনিই আমাদের নেতা– যার থেকে সকল জ্যোতি উৎসারিত হয়েছে;

نام اُس کا ہے محمد صلعم دلبر مرا یہی ہے
তাঁর নাম হলো মুহাম্মদ (সা.)– আমার প্রিয়তম তিনিই।

سب پاک ہیں پیمبر اِک دوسرے سے بہتر
সকল নবীই পবিত্র, একজন অপরজনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ;

لیک از خدائے برتر خیرالوریٰ یہی ہے
কিন্তু মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সৃষ্টির সেরা তিনিই।

پہلوں سے خوب تر ہے خوبی میں اِک قمر ہے
পূর্ববর্তী সবার চেয়ে উৎকৃষ্ট, গুণাবলিতে চন্দ্রতুল্য;

اُس پر ہر اک نظر ہے بدرالدجیٰ یہی ہے
তাঁর প্রতি সবার দৃষ্টি নিবদ্ধ, অমানিশার চন্দ্র তিনিই।

پہلے تو رہ میں ہارے پار اِس نے ہیں اُتارے
পূর্ববর্তীরা পথিমধ্যেই হার মেনেছে, তিনিই আমাদের পার করেছেন;

مَیں جاؤں اس کے وارے (قربان) بس ناخدا یہی ہے
আমি তাঁর জন্য উৎসর্গীত, কাণ্ডারি কেবল তিনিই।

پَردے جو تھے ہٹائے اندر کی رہ دکھائے
পর্দা যত ছিল অপসারণ করেছেন, আধ্যাত্মিক রহস্য উন্মোচন করেছেন;

دِل یار سے ملائے وہ آشنا یہی ہے
মনকে প্রেমাস্পদের সাথে মিলিত করেছেন, সেই বন্ধু তিনিই।

وہ یارِ لامکانی وہ دلبرِ نہانی
তিনিই সর্বত্র বিরাজমান বন্ধু, তিনিই গোপন প্রেমাস্পদ,

دیکھا ہے ہم نے اُس سے بس رہنما یہی ہے
তাঁকে আমরা তার [তথা মুহাম্মদ (সা.)-এর] মাধ্যমেই দেখেছি– অতএব প্রকৃত পথপ্রদর্শক তিনিই।

وہ آج شاہِ دیں ہے وہ تاجِ مرسلیں ہے
তিনি আজ ধর্মজগতের বাদশা, তিনি রসূলের মাথার মুকুট;

وہ طیّب و امیں ہے اُس کی ثنا یہی ہے
তিনি পূতঃপবিত্র ও অতীব বিশ্বস্ত, তাঁর সত্যিকার প্রশংসা এটিই।

حق سے جو حکم آئے اُس نے وہ کر دکھائے
খোদার পক্ষ থেকে যে নির্দেশ এসেছে তিনি তা বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন;

جو راز تھے بتائے نعم العطا یہی ہے
ধর্মের সকল গূঢ় তত্ত্ব তিনি অবহিত করেছেন, সর্বোত্তম দান এটিই।

آنکھ اُس کی دُوربیں ہے دِل یار سے قریں ہے
তাঁর চোখ দূরদর্শী, মন প্রেমাস্পদে নিবদ্ধ;

ہاتھوں میں شمع دیں ہے عین الضیا یہی ہے
হাতে ধর্মের প্রদীপ রয়েছে, জ্যোতির ঝরনা তিনিই।

جو راز دیں تھے بھارے اُس نے بتائے سارے
ধর্মের যত সূক্ষ্ম গোপন বিষয় ছিল, তিনি সবই বলে দিয়েছেন;

دولت کا دینے والا فرماں روا یہی ہے
সম্পদ দানকারী শাসক তিনিই।

اُس نُور پر فدا ہوں اُس کا ہی مَیں ہوا ہوں
সেই জ্যোতির জন্য আমি নিবেদিত, আমি তারই হয়ে গেছি;

وہ ہے مَیں چیز کیا ہوں بس فیصلہ یہی ہے
তিনিই সব, আমার বাস্তবতাই-বা কী! চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এটিই।

وہ دلبرِ یگانہ علموں کا ہے خزانہ
তিনিই অনন্য বন্ধু, সমস্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার;

باقی ہے سب فسانہ سچ بے خطا یہی ہے
তিনি ছাড়া অন্য সবই কেবল কল্পকাহিনি– নির্ভুল সত্য এটিই।

سب ہم نے اُس سے پایا شاہد ہے تُو خدایا
আমি সবই তাঁর মাধ্যমে পেয়েছি, একথার সাক্ষী তুমি হে খোদা!

وہ جس نے حق دکھایا وہ مَہ لقا یہی ہے
যে মহান ব্যক্তিত্ব সত্য দেখিয়েছেন– সেই চাঁদমুখ তিনিই।

১০০
ہم تھے دِلوں کے اندھے سَو سَو دِلوں پہ پھندے
আমাদের হৃদয় ছিল অন্ধ, শত শত ফাঁদে ছিল আবদ্ধ ;

پھر کھولے جس نے جندے(৫) وہ مجتبیٰ یہی ہے
অতঃপর যিনি এর তালা[৫] খুলে দিয়েছেন– সেই মনোনীত ব্যক্তি তিনিই।

اَے میرے رب رحماں تیرے ہی ہیں یہ احساں
হে আমার দয়ালু খোদা! এই সমস্ত অনুগ্রহ তোমারই;

مشکل ہو تجھ سے آساں ہر دم رجا یہی ہے
তোমার মাধ্যমে কঠিন পরিস্থিতিও সহজ হয়ে যাবে– প্রত্যাশা এটিই।

اے میرے یارِ جانی! خود کر تو مہربانی
হে আমার প্রিয় বন্ধু! তুমি স্বয়ং অনুগ্রহ করো,

টীকা-৫: *এখানে 'জান্দে' শব্দের অর্থ হলো তালা। যেহেতু এ স্থলে কোনো কবিত্ব দেখানো উদ্দেশ্য নয় আর আমি এই নাম আমার নিজের জন্য পছন্দও করি না, তাই কতিপয় স্থানে আমি পাঞ্জাবী শব্দ ব্যবহার করেছি। নিছক উর্দূ আমার উদ্দেশ্য নয়, সত্যকথা মানুষের হৃদয়ঙ্গম করানো মূল লক্ষ্য। কবিত্বের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। –লেখক*

ورنہ بلائے دنیا اِک اژدھا یہی ہے
নতুবা জাগতিক বিপদাপদ অজগরের মতো হা করে আছে।

دِل میں یہی ہے ہر دم تیرا صحیفہ چوموں
হৃদয়ে সদা এই বাসনা বিরাজমান যে, তোমার পবিত্র গ্রন্থে বার বার চুমু খাই;

قرآں کے گرد گھوموں کعبہ مرا یہی ہے
কুরআনের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করি, আমার কা'বা এটিই।

جلد آمرے سہارے غم کے ہیں بوجھ بھارے
হে আমার অবলম্বন দ্রুত এসো! দুঃখের বোঝা অনেক ভারী,

مُنہ مت چُھپا پیارے میری دوا یہی ہے
হে প্রিয়! মুখ লুকিও না– আমার ঔষধ এটিই।

کہتے ہیں جوش اُلفت یکساں نہیں ہے رہتا
বলা হয় ভালোবাসার উদ্দীপনা সবসময় একরকম থাকে না;

دِل پر مرے پیارے ہر دم گھٹا یہی ہے
হে আমার প্রিয়! হৃদয়ে সর্বক্ষণ এই ঘনঘটাই ছেয়ে আছে।

ہم خاک میں ملے ہیں شاید ملے وہ دلبر
আমি এই আশায় মাটিতে মিশে গেছি যে, হয়ত সেই প্রেমাস্পদকে পাবো,

جیتا ہوں اِس ہوس سے میری غذا یہی ہے
এই আশাতেই বেঁচে আছি– আমার খাদ্য এটিই।

دنیا میں عشق تیرا باقی ہے سب اندھیرا
এই জগতে একমাত্র তোমার ভালোবাসাই প্রকৃত ভালোবাসা– বাকি সবই অন্ধকার;

معشوق ہے تُو میرا عشقِ صفا یہی ہے
তুমিই আমার প্রেমাস্পদ, নির্মল ভালোবাসা এটিই।

مشتِ غبار اپنا تیرے لئے اُڑایا
তোমার খাতিরে নিজেকে ধূলিসাৎ করে চলেছি,

جب سے سُنا کہ شرطِ مہر و وفا یہی ہے
যখন থেকে জানতে পারলাম যে ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততার শর্ত এটিই।

دلبر کا درد آیا حرفِ خودی مٹایا
প্রেমাস্পদের বেদনা আমার অস্তিত্বকে মিটিয়ে দিয়েছে,

جب مَیں مرا جلایا جامِ بقا یہی ہے
আমি মরে ছাই হয়েছি– অমরত্বের সুধা এটিই।

اِس عشق میں مصائب سَو سَو[১০০] ہیں ہر قدم میں
এই প্রেমে প্রতি পদক্ষেপে শত শত বিপদ রয়েছে,

پر کیا کروں کہ اُس نے مجھ کو دیا یہی ہے
কিন্তু কী করব, তিনি আমাকে এটিই দিয়েছেন।

حرفِ وفا نہ چھوڑوں اِس عہد کو نہ توڑوں
বিশ্বস্ততা পরিত্যাগ কোরো না, এই অঙ্গীকার ভঙ্গ কোরো না;

اُس دلبرِ ازل نے مجھ کو کہا یہی ہے
সেই আদি প্রেমাস্পদ আমাকে বলেছেন এটিই।

جب سے ملا وہ دلبر دشمن ہیں میرے گھر گھر
যখন থেকে সেই প্রেমাস্পদকে পেয়েছি, প্রতিটি ঘর আমার শত্রু হয়ে গেছে;

دِل ہوگئے ہیں پتھر قدر و قضا یہی ہے
হৃদয় পাথর হয়ে গেছে– অদৃষ্ট ও নিয়তি এটিই।

مجھ کو ہیں وہ ڈراتے پھر پھر کے در پہ آتے
তারা আমাকে ভয় দেখায়, বার বার আমার দ্বারে আসে;

تیغ و تبر دکھاتے ہر سُو ہوا یہی ہے
তরবারি ও কুঠার প্রদর্শন করে– সকল দিকে ভীতি এটিই।

دلبر کی رہ میں یہ دل ڈرتا نہیں کسی سے
প্রেমাস্পদের পথে এই হৃদয় ভয় করে না কাউকে;

ہشیار ساری دنیا اِک باؤلا یہی ہے
পুরো পৃথিবী বিবেকবান, কেবল আমিই (তাদের দৃষ্টিতে তথাকথিত) অপ্রকৃতিস্থ।

اِس رہ میں اپنے قصّے تم کو مَیں کیا سُناؤں
এ পথে আমার গল্প আমি কিবা শোনাবো তোমায়;

دُکھ درد کے ہیں جھگڑے سب ماجرا یہی ہے
সবই দুঃখ-বেদনার ইতিহাস– আর এটিই পুরো কাহিনি।

دل کر کے پارہ پارہ چاہوں میں اِک نظارہ
এ আমার আকুল চাওয়া, একবার দেখা দাও আমায়;

دیوانہ مت کہو تم عقلِ رسا یہی ہے
পাগল তোমরা বোলো না আমায়, পূর্ণ বুদ্ধিমত্তা এটিই।

اے میرے یارجانی کر خود ہی مہربانی
হে আমার প্রিয়! নিজেই দয়া প্রদর্শন করো;

مت کہہ کہ لَنْ تَرَانِیْ تجھ سے رجا یہی ہے
একথা বোলো না যে, তুমি আমাকে দেখতে পাবে না– তোমার কাছে চাওয়া এটিই।

فرقت بھی کیا بنی ہے ہر دم میں جان کنی ہے
এ এক অসহনীয় বিরহ, প্রাণ আমার ওষ্ঠাগতপ্রায়,

عاشق جہاں پہ مرتے وہ کربلا یہی ہے
প্রেমিকরা যেথায় প্রাণ বিসর্জন দেয়, সেই কারবালা এটিই।

تیری وفا ہے پوری ہم میں ہے عیبِ دُوری
তুমি সবচেয়ে বিশ্বস্ত সত্তা, (কিন্তু) তোমার সাথে দূরত্বের জন্য আমরাই দায়ী

طاعت بھی ہے ادھوری ہم پر بلا یہی ہے
আনুগত্যও অপূর্ণ– আমাদের রোগ এটিই।

تجھ میں وفا ہے پیارے سچے ہیں عہد سارے
হে আমার প্রিয়! তুমি সবচেয়ে বিশ্বস্ত, (তোমার) সকল প্রতিশ্রুতিই সত্য;

ہم جا پڑے کنارے جائے بُکا یہی ہے
আমি এক পাশে পড়ে আছি– কান্নার বিষয় এটিই।

ہم نے نہ عہد پالا یاری میں رخنہ ڈالا
আমি অঙ্গীকার পালন করতে পারি নি, বন্ধুত্বের পথে বাধা সৃষ্টি করেছি;

پر تُو ہے فضل والا ہم پر کُھلا یہی ہے
কিন্তু তুমি হলে দয়াবান– আমার কাছে প্রকাশিত হয়েছে এটিই।

اے میرے دل کے درماں ہجراں ہے تیرا سوزاں
হে আমার হৃদয়-ব্যাধির মহৌষধ! তোমার বিরহ দাহকারী;

کہتے ہیں جس کو دوزخ وہ جاں گزا یہی ہے
যাকে দোযখ বলা হয়– সেই প্রাণহারী এটিই।

اِک دیں کی آفتوں کا غم کھا گیا ہے مجھ کو
একমাত্র ধর্মের বিপদেই আমাকে নিঃশেষ করেছে,

سینہ پہ دشمنوں کے پتّھر پڑا یہی ہے
আমার বক্ষে শত্রুদের ছোড়া বড়ো পাথর এটিই।

کیونکر تبہ وہ ہووے کیونکر فنا وہ ہووے
কীভাবে সে ধ্বংস হবে আর কীভাবে নিঃশেষ হবে–

ظالم جو حق کا دشمن وہ سوچتا یہی ہے
সত্যের অত্যাচারী শত্রু– ভাবে এটিই।

ایسا زمانہ آیا جس نے غضب ہے ڈھایا
এমন এক যুগ এসেছে যা নৈরাজ্য সৃষ্টি করে রেখেছে,

جو پیستی ہے دیں کو وہ آسیا یہی ہے
যা ধর্মকে পেষণ করে– সেই জাঁতাকল এটিই।

شادابی و لطافت اِس دیں کی کیا کہوں مَیں
এই ধর্মের সজীবতা ও সৌন্দর্যের কথা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়;

سب خشک ہوگئے ہیں پُھولا پَھلا یہی ہے
বাকি সবই শুষ্ক হয়ে গেছে– ফুলে ফলে সুশোভিত এটিই।

آنکھیں ہر ایک دیں کی بے نُور ہم نے پائیں
সকল ধর্মের চোখকে আমি জ্যোতিহীন পেয়েছি,

سُرمہ سے معرفت کے اِک سرمہ سا یہی ہے
তত্ত্বজ্ঞানের সুরমাগুলোর মাঝে একটি সুরমা এটি।

لعلِ یمن بھی دیکھے دُرِّ عدن بھی دیکھے
ইয়েমেনের মণিমুক্তাও দেখেছি, অ্যাডেন-এর মণিও দেখেছি;

سب جوہروں کو دیکھا دل میں جچا یہی ہے
সব হীরা-জহরত দেখেছি, কিন্তু সবচেয়ে ভালো লেগেছে এটিই।

اِنکار کر کے اِس سے پچھتاؤگے بہت تم
এটিকে অস্বীকার করে তোমরা অনেক বেশি আক্ষেপ করবে;

بنتا ہے جس سے سونا وہ کیمیا یہی ہے
যার মাধ্যমে স্বর্ণ তৈরি হয় সেই রসায়ন এটিই।

پر آریوں کی آنکھیں اندھی ہوئی ہیں ایسی
কিন্তু আর্যদের চোখ এমনভাবে অন্ধ হয়ে গেছে যে,

وہ گالیوں پہ اُترے دل میں پڑا یہی ہے
তারা গালমন্দ আরম্ভ করে দিয়েছে, কারণ তাদের হৃদয়ে রয়েছে এটিই।

بدتر ہر ایک بد سے وہ ہے جو بدزبان ہے
সবচেয়ে নোংরা ব্যক্তি সে– যে মন্দভাষী

جس دل میں یہ نجاست بیت الخلا یہی ہے
যে হৃদয়ে এই নোংরামি বিরাজমান সেই শৌচাগার এটিই।

گو ہیں بہت درندے انساں کے پوستیں میں
যদিও মানুষরূপী বহু হিংস্র পশু রয়েছে,

پاکوں کا خوں جو پیوے وہ بھیڑیا یہی ہے
যে পবিত্রদের রক্ত পান করে– সেই নেকড়ে এটিই।

کس دیں پہ ناز اُن کو جو وید(۶) کے ہیں حامی
বেদের[৬] সমর্থকরা কোন ধর্ম নিয়ে গর্ব করে?

مذہب جو پھل سے خالی وہ کھوکھلا یہی ہے
ফলশূন্য ও অন্তঃসারশূন্য ধর্ম এটিই।

টীকা-৬: *স্মরণ রাখা উচিত, বেদের প্রতি আমার কোনো আক্রোশ নেই। আমি জানি না, এর ব্যাখ্যায় কী কী পরিবর্তন করা হয়েছে। আর্যাবর্তের শত শত ধর্ম বেদের ওপরই নিজেদের বিশ্বাসের ভিত্তি রাখে, অথচ তারা পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন এবং তাদের পারস্পরিক কঠোর মতানৈক্য রয়েছে। অতএব আমি এখানে বেদ বলতে কেবল আর্যসমাজিদের প্রচারিত শিক্ষা ও নীতিকে বুঝিয়েছি। –লেখক*

[নোট: প্রথম সংস্করণে এই টীকা রয়েছে, কিন্তু সেই পঙ্‌ক্তিটি চিহ্নিত করা হয় নি যার জন্য এই টীকা দেওয়া হয়েছে। আমরা বিষয়বস্তু দেখে এই চিহ্ন বসিয়েছি। –লেখক

اے آریو یہ کیا ہے کیوں دل بگڑ گیا ہے
হে আর্যরা! এটি কী, কেন তোমাদের মন বক্র হয়ে গেল;

اِن شوخیوں کو چھوڑو راہِ حیا یہی ہے
এসব ঔদ্ধত্ব পরিত্যাগ করো– আত্মসম্ভ্রমবোধের পথ এটিই।

مجھ کو ہو کیوں ستاتے سَو افترا بناتے
শত শত অভিযোগ উত্থাপন করে আমাকে কেন কষ্ট দাও;

بہتر تھا باز آتے دُور از بلا یہی ہے
উত্তম হতো যদি তোমরা বিরত হতে, কেননা বিপদ হতে নিরাপদ থাকার উপায় এটিই।

پنڈت لیکھرام

جس کی دُعا سے آخر لیکھو مرا تھا کٹ کر
অবশেষে যার দোয়ায় লেখরাম ছুরিকাঘাতে নিহত হয়েছিল,

ماتم پڑا تھا گھر گھر وہ میرزا یہی ہے
ঘরে ঘরে শোকের ছায়া নেমে এসেছিল– সেই মির্যা ইনিই।

اچھا نہیں ستانا پاکوں کا دل دُکھانا
উত্যক্ত করা আর পবিত্রদের হৃদয়ে আঘাত করা ভালো নয়,

گستاخ ہوتے جانا اس کی جزا یہی ہے
প্রতিনিয়ত ঔদ্ধত্য প্রদর্শনের শাস্তি তো এটিই।

اِس دیں کی شان و شوکت یارب مجھے دکھادے
এই ধর্মের মাহাত্ম্য ও প্রতাপ হে আমার প্রভু! আমাকে প্রদর্শন করো;

سب جھوٹے دیں مٹادے میری دُعا یہی ہے
সকল মিথ্যা ধর্মকে মিটিয়ে দাও– আমার দোয়া এটিই।

کچھ شعر و شاعری سے اپنا نہیں تعلق
কবিতা ও কাব্যচর্চার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই;

اِس ڈھب سے کوئی سمجھے بس مدعا یہی ہے
এভাবে কেউ হয়ত বুঝতে সক্ষম হবে– আমাদের উদ্দেশ্য এটিই।

ঘোষণা

স্মরণ রাখা উচিত, আমার এই পুস্তক প্রকাশের কোনো প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু কাদিয়ানে আর্যদের পক্ষ থেকে প্রকাশিত একটি নোংরা সংবাদপত্র, যেখানে তারা সর্বদা অপমান ও অপলাপ করে আর ইসলামের প্রতি নিজেদের স্বভাবগত বিদ্বেষের কারণে শিষ্টাচার বিবর্জিত কথা বলে, একইসাথে আমাকে গালি দিয়ে লেখরামের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে কাজ করছে; তাদের (এই) সংবাদপত্র আমাকে বাধ্য করেছে যেন আমি তাদের মিথ্যা অপবাদগুলোকে এই পুস্তকের মাধ্যমে খণ্ডন করি। আর এটি প্রমাণ করি যে, তাদের ভ্রাতা কাদিয়াননিবাসী লালা শরমপত ও লালা মালাওয়ামাল প্রকৃতপক্ষে আমার বহু নিদর্শনের সাক্ষী। শুধু তারাই নয়, বরং পুরো কাদিয়ানের আর্য ও হিন্দুরা কতিপয় নিদর্শনের প্রত্যক্ষ সাক্ষী। এছাড়া কেবল কাদিয়ানেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং লেখরামের নিহত হবার ভবিষ্যদ্বাণী এমন এক মহান ভবিষ্যদ্বাণী যা পুরো পাঞ্জাব ও হিন্দুস্থানের হিন্দু ও আর্যসমাজিদের এই অসাধারণ নিদর্শনের সাক্ষী হিসেবে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে। এখন এসব ভবিষ্যদ্বাণীর কথা অস্বীকার করা আর্যদের জন্য সম্ভব নয় আর এ সম্পর্কে কলম ধরা কেবল নির্লজ্জতা হবে। তারা যদি এতেও বিরত না হয় তাহলে তাদের সকল পর্দা ফাঁস করে দেওয়া হবে। সত্যানুসারীদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।

লেখক–
মির্যা গোলাম আহমদ
মসীহ্ মওউদ, কাদিয়ান।

AHMADIYYA MUSLIM JAMA'AT AND THE ARYAS OF QADIAN

(Qadian Ke Arya aur Hum)

"Ahmadiyya Muslim Jama'at and the Aryas of Qadian" is the English translation of *"Qadian ke Arya aur Hum"*— written by Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, the Promised Messiah(as) and published in 1907. The background to this book is that during the Jalsa Salana of 1906 in the month of December that year, whilst the Promised Messiah(as) was leading Zuhr Prayer, a Hindu got up and began uttering the most vile obscenities to a crowd of almost 2,000 guests who were praying behind the Promised Messiah(as). When the Promised Messiah(as) had completed his Prayers he felt the hearts of his followers to be aggrieved owing to the abuse and comforted them by saying a few words. He highlighted that the Hindus of Qadian were the foremost witnesses of the signs which had been manifested at his hand, as they were the first people to witness them. He further explained which signs had been manifested that caused thousands of people to enter the fold of his Community, many of which were directly related to the Hindu faith.

In *"Ahmadiyya Muslim Jama'at and the Aryas of Qadian"* the Promised Messiah(as) has sought to address the statement made by Lala Shrampat and Lala Bisambardar, in response to his own speech that they had not witnessed even a single heavenly sign and why it was a false statement to make. The entire argument, says the Promised Messiah(as), can be solved with one of them agreeing to "swear an oath that all this is fabrication, and if it is true then, within a year, a punishment may fall upon me and my progeny and may the curse of Allah be upon the liars!"

In the end the Promised Messiahas writes "It should be remembered that there was no need for me to publish this book, but a foul newspaper which is published in Qadian by the Aryas—in which these people always blaspheme and use foul language, and owing to their natural enmity towards the religion of Islam, employ unpleasant words, and alongside this, by targeting me with abuse are becoming the successors of Lekhram—forced me to refute their false allegations in this book, to prove that their brothers, Lala Shrampat and Lala Malawamal (residents of Qadian), are in reality witness to many of my signs. Moreover, what reliance on them, all the Aryas and Hindus of Qadian are eye-witnesses to some signs. Furthermore, this is not limited to Qadian alone, the prophecy of Lekhram's death is such a greatly vast prophecy, which has rendered all the Arya Samaj and Hindus of Punjab and India witness to this magnificent prophecy. It is now impossible for the Aryas to deny this prophecy and to raise the pen against it is shamelessness."

© Islam International Publications Ltd., U. K.

ISBN 978-984-991-054-1

9789849910541